ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 November 2021 ■ আগরতলা ৪ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৭ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পুর নিগমের সব আসনে প্রার্থী দিল তৃণমূল, তালিকায় তিনজন সংস্কারপন্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। ভয়-ভীতি বাধা উপেক্ষা করে আগরতলা পুর নিগমের সবকটি আসন মনোনয়নপত্র জমা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক ও সুস্মিতা দেব এর নেতৃত্বে প্রার্থীরা দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে রিটার্নিং অফিসারের অফিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আগরতলা পুরো নিগমের ৫১ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছে তৃণমূলের প্রার্থীদের মধ্যে তিনজন রয়েছেন সংস্কারপন্থীদের মধ্যে। তার হলেন আট নং ওয়ার্ডে রাকেশ রায়, ১১ নম্বর ওয়ার্ডে শ্যামল পাল এবং ২০ নম্বর ওয়ার্ডে রাজেশ সাহা।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে সব কটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মী সমর্থকরা মিছিল আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। মিছিলটি এসডিএম অফিস সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কনভেনার সুবল ভৌমিক ও সুস্মিতা দেব সহ অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক বলেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত এ মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের বাধা দিচ্ছে শাসকদল। তৃণমূল কংগ্রেস সবকটি ক্ষেত্রেই ১০০ শতাংশ প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল। কিন্তু ওর শাসক দলের বাধা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে কোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে মনোনয়ন জমা পর্ব সমাপ্ত

পাঁচ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের পথে বিজেপি হুঙ্কারই সার তৃণমূলের, আসহায় বাম ও কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা নেওয়ার পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। বিজেপি চারটি পুর পরিষদ এবং একটি নগর পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হতে চলেছে। এদিকে, আজ শেষ বেলায় তৃণমূল কংগ্রেস আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে ৫১টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। অবশ্য প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে একপ্রকার নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। কারণ, প্রথমে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার পর তৃণমূল পুনরায় সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে গত রবিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঙ্কার কার্যত চুপসে গিয়েছে। কারণ, পুর ও নগর নির্বাচনে ত্রিপুরায় ৩৩৪টি আসনে তৃণমূল সাকুল্যে ১২৫ আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। অবশ্য বিজেপি ছাড়া অন্য কোনও দলই সবকয়টি আসনে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

আগামী ২৫ নভেম্বর ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৮ নভেম্বর ঘোষণা হবে ভোটের ফলাফল। ত্রিপুরায় আগরতলা পুর নিগম ছাড়া ৬টি নগর পঞ্চায়েত এবং ১৩টি পুর পরিষদ রয়েছে। এবারের ভোটে নির্দল ও অন্যান্য প্রার্থী সহ ১৪টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আগামী ৫ নভেম্বর মনোনয়ন পত্র স্ক্রুটিনি হবে এবং ৮ নভেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।

নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হতেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশে সবার আগে চমক দিয়েছে বামফ্রন্ট। কিন্তু সিংহ গর্জন শুরু করেও মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার অন্তিম সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল, ত্রিপুরায় প্রধান বিরোধী বামেরা মাত্র ২২৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী খুঁজে পেয়েছে। শতবর্ষ প্রাচীন জাতীয় দল কংগ্রেসের অবস্থাও একই। তাঁরা টেনেটুনে ১০১ আসনের মধ্যে সীমিত রয়েছে। এদিক দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সবকয়টি আসনে প্রার্থী দেবে বলে গলা ফাটালেও আখেরে মাত্র ১২৫টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিতে সক্ষম হয়েছে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থা দেখে স্পষ্ট, শুধু মাত্র আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনেই তাঁরা পূর্ণ উদ্যমে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। এছাড়া নগর পঞ্চায়েত এবং পুর পরিষদ নির্বাচনে তাঁরা তেমন প্রভাব দেখাতে পারেনি। বিরোধীরা অবশ্য ইতিমধ্যেই শাসক দলের রক্তচক্ষুর অভিযোগ এনে সুর চড়িয়েছেন। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী ত্রিপুরা সরকারের চার মন্ত্রীর দিকে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। রানিরবাজার, মোহনপুর এবং উদয়পুর পুর পরিষদ এবং কমলপুর নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ওই এলাকার চার বিধায়ক তথা ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার চার সদস্য সুশান্ত চৌধুরী, রতনলাল নাথ, প্রণজিত সিংহরায় এবং মনোজকান্তি দেবকে নিশানা করেছেন তাঁরা।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, দলীয় প্রার্থীদের বিভিন্ন স্থানে শাসক দলের সমর্থিত দুষ্কৃতী মনোনয়ন জমা দিতে দেয়নি। রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের বাইরে ঘেরাও করে রেখেছিল তাঁরা। তাই তৃণমূল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে রাজ্যে পেট্রোলে বার টাকা ও ডিজেলে সতের টাকা কমছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। লাগাতার মূল্য বৃদ্ধির মধ্যে কিছুটা স্বস্তি দিল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। রাজ্যে পেট্রোলের দাম কমছে বার টাকা এবং ডিজেলের দাম কমছে সতের টাকা। রাজ্য সরকার পেট্রোল ও ডিজেলে সাত টাকা করে কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামীকল বৃহস্পতিবার থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকর হবে।

এদিকে, দীপাবলির ঠিক আগে 'উপহার' হিসেবে লিটার পিছু পেট্রোল এবং ডিজেলের আবগারি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। লিটার প্রতি পেট্রোলে পাঁচ টাকা আবগারি শুল্ক কমানো হল। আর ডিজেলের ক্ষেত্রে লিটার প্রতি ১০ টাকা ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে নতুন দাম ও নিয়ম কার্যকর হতে চলেছে।

অক্টোবরে মাসভর বেড়েছে পেট্রলের দাম। চলতি বছরে প্রায় ৩৩ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে পেট্রলের দাম। পাল্লা দিয়েছে ডিজেলের দামও। লাফিয়ে বেড়েছে রান্নার গ্যাসের দামও। সবমিলিয়ে জ্বালানির জ্বালায় জ্বলছিল জনতা। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ চলছিল দেশজুড়ে। সরব হয়েছিল বিরোধী দলগুলি। তবু দাম কমার পথে হাঁটেনি কেন্দ্র সরকার।

এদিকে সেই ক্ষোভের আঁচ এসে পড়ে ব্যালট বক্সেও। ১৩ রাজ্যের উপনির্বাচনে বড়সড় ধাক্কা খায় বিজেপি। হরিয়ানায় হাতছাড়া হয় বিধানসভা আসন। এদিকে দাদরা নগর হাভেলি এবং হিমাচলের লোকসভার আসনও হাতছাড়া হয় বিজেপির। এর পরই রাতারাতি উৎপাদন শুল্কে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার।

অর্থমন্ত্রকের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতেই এমন পদক্ষেপ করা হল। পেট্রল-ডিজেলের শুল্ক মকুব করলে একদিকে মুদ্রাস্ফিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। তেমনই চাহিদাও বাড়বে। যা মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষকে সাহায্য করবে।

সামাজিক মাধ্যমে প্ররোচনামূলক বার্তা, ৭১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিছু বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ এগারটি মামলা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে পশ্চিম জেলায় তিনটি, সিপাহীজলা জেলায় তিনটি, গোমতী জেলায় একটি এবং উত্তর জেলায় চারটি। এই মামলাগুলিতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ৩জনকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে পুলিশের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য। রাজ্য পুলিশের আইজি (দক্ষিণাঞ্চল) জি কে রাও এই সংবাদ জানিয়েছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর জন্য একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। বিভিন্ন ভূয়ো ভিডিও ও ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ট্যুইটারে ৬৮টি, ফেইসবুকে ৩১টি এবং ইউটিউবে ২টি পোস্ট রয়েছে। এই পোস্টগুলি সরিয়ে ফেলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, গত এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের কোথাও কোন ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। পূর্বের কিছু ঘটনার সাথে অন্য জায়গার ভিডিও ফুটেজ জুড়ে দিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তাই এইসব গুজব যারা ছড়াচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানোগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, যেসব জায়গায় সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে সেগুলি সংস্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আইজি আরও জানিয়েছেন, মিশ্র জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিতে চব্বিশ ঘন্টা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজরদারী চালিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

সামাজিক মাধ্যমে প্ররোচনামূলক বার্তা ছড়ানোর দায়ে ৭১ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা দায়ের করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, দাবি পুলিশের।

প্রসঙ্গত, পানিসাগরে রোয়া বাজার এলাকার চামটিলা মসজিদে অগ্নি সংযোগের ভুয়ো খবরে ত্রিপুরায় অশান্তি ছড়িয়েছে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ত্রিপুরার শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করে তুলেছে। বেশ কিছু স্থানে দোকান ভাঙচুর, বাড়িঘরে হামলা হয়েছে। শুধু তা-ই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনোনয়নপত্র দাখিল করতে না পেরে শান্তিরবাজারে ধরণা তিপ্রা মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ নভেম্বর।। মনোনয়ন দাখিল করতে না পেরে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো তিপ্রামথা দলের নেতৃত্ব বৃন্দরা। ঘটনার বিবরনে জানা যায় আসন্ন পৌর পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শান্তির বাজর পৌর পরিষদের ১ নং ওয়ার্ডে এস টি সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করতে বুধবার শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আসে তিপ্রামথা দলের নেতৃত্ববৃন্দরা। মনোনয়ন দাখিলের সময় অতিক্রান্ত হবার ফলে রিটার্নিং অফিসার তথা শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক অভানন্দ বৈদ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুর বিমানবন্দর গোচারণ ভূমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। ধলাই জেলার পরিত্যক্ত কমলপুর বিমানবন্দরটি গোচারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। বিমানবন্দরে পরিত্যক্ত দালানবাড়ি গুলি থেকে ইট এবং কাঠসহ অন্যান্য জিনিসপত্র খুলে নিয়ে গাছে একাংশের মানুষজন।সবকিছু জেনেশুনেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন বলে অভিযোগ।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অধীন কমলপুর মহকুমার মানিক ভান্ডার বিমানবন্দরের পরিত্যক্ত দালান বাড়ি গুলি ভেঙ্গে দুষ্কৃতকারীরা বিনা বাধায় মূল্যবান ইট, টিন, দরজা, জানালা ও ছাউনীর কাঠ সব চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে গবাদিপশুর বিচরন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছেএলাকাটি। কমলপুর মানিক ভান্ডার এয়ারপোর্ট ৬৪.৯০ একর জমি নিয়ে অর্থাৎ কানি হিসেবে ১৬২.২৫ কানি জমি নিয়ে তৈরী হয় ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন ইংরেজ আমলে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার দীপাবলি ও কালীপুজা উপলক্ষে জাগরণ ও রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। তাই শুক্রবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

নরসিংগড়ে সিপিএম সমর্থকদের বাড়িতে দুস্কৃতিদের হামলা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নরসিংগড় এলাকায় বিরোধীদল সিপিএমের সমর্থক এক বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করতেই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। রাজ্য পুর সংস্থার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই বিরোধী দলগুলোর উপর আক্রান্তের মাত্রা আরও তেজি হয়েছে।

বিশেষ করে বিরোধী দলের প্রার্থীদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার পাশাপাশি হামলা হুজ্জোতি চালানো হচ্ছে। বেছে বেছে হামলা চালানো হচ্ছে বিরোধী দলের সমর্থকদের বাড়িঘরেও। মঙ্গলবার রাতে সিপিএম সমর্থিত একটি বাড়িতে হামলা হামলা চালিয়ে তছনছ করে দিয়েছে দুটি বসতঘর। আসবাপত্র ধ্বংস করার পাশাপাশি লুট করে দিয়েছে দুটি সোনার চেইন সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। এমনই অভিযোগ গৃহকর্তা সুজিত সরকারের।

ঘটনা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত নরসিনগড় এলাকায়। অভিযুক্তরা শাসক দলীয় ।স্থানীয় প্রদীপ ঘোষ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজার এসডিএম অফিসের সামনে ধরণা আন্দোলন সংগঠিত করেছে তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পেরে। ছবি নিজস্ব।

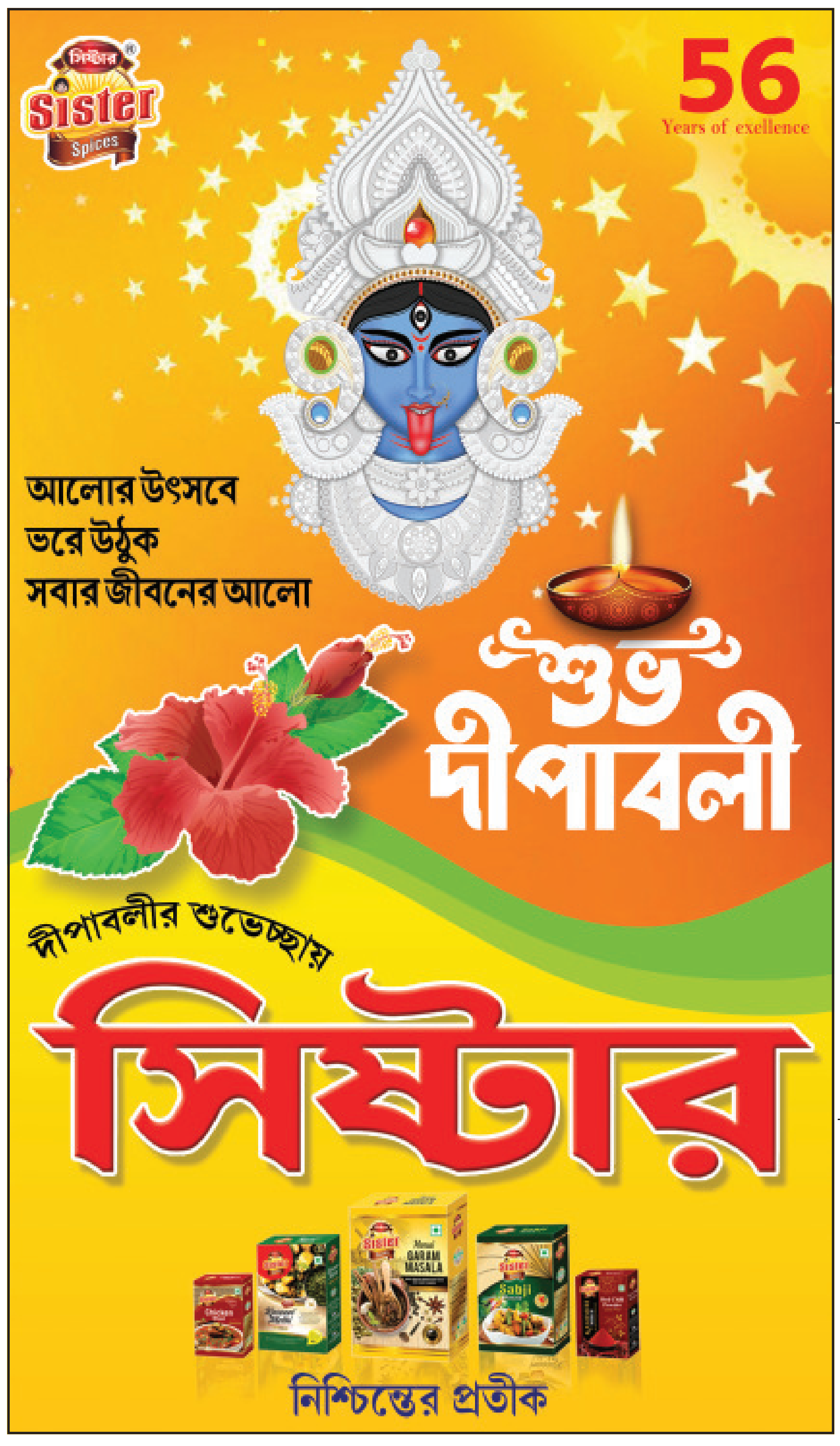

মানিকভান্ডারে রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। ধলাই জেলার কমলপুর থানার দক্ষিণ মানিক ভান্ডার এরারপাড় এলাকার এক ব্যক্তিকে রাস্তার পাশ থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা হাসপাতালে নিয়ে যান। তার নাম শংকর শীল। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে রেফার করে দেন। আহত ব্যক্তির কান ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। জানা যায়, শঙ্কর শীল মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মানিক ভান্ডার বাজার থেকে দক্ষিণ মানিক ভান্ডার এরারপাড় এলাকায় নিজ বাড়িতে যাচ্ছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক হিংসা, আতঙ্কে জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। খোয়াইয়ে শাসকদলীয় সন্ত্রাসীদের হাতে নিগৃহীত বাম যুবকর্মী বাইক ও মোবাইল ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পুর নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থীদের আটকানোর লক্ষ্যে খোয়াইয়ে শাসকদলের সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ ও নিরীহ নাগরিকেরাও। বিরোধী দলের কাউকে কোন ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকারের সুযোগ না দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুর পরিষদ দখল করার লক্ষ্যে শাসকদলের লাগাতার সন্ত্রাস নেমে আসছে সাধারণ মানুষ ও নিরীহ নাগরিকদের ওপরেও। নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থীদের আটকাতে গিয়ে শাসকদলের সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসের শিকার হতে হচ্ছে বিভিন্ন অংশের মানুষকে। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে বিভিন্ন জরুরী প্রয়োজনে ছুটে আসা মানুষজন আক্রান্ত হয়েছেন শাসকদলীয় দুষ্কৃতীদের হাতে এস ডি এম অফিস চত্বরেই।

মারাত্মক আতংক ছড়িয়ে এস ডি এম অফিস চত্বরে।ভয়ভীতির পরিবেশ কায়েম হয়ে রয়েছে অফিসটিলায়। অথচ সবকিছু দেখে শুনেও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো।বুধবার ব্যক্তিগত জরুরী প্রয়োজনে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে গিয়ে কাজ শেষ করে ফেরার পথে শাসকদলের সন্ত্রাসীদের হাতে শারীরিক নিগৃহীত হলেন জনৈক নিরীহ নাগরিক। বিশ্বজিৎ সরকার (৩৭) নামে আক্রান্ত একজন বাম যুবকর্মী।নিজের ভোটার পরিচিতিপত্র হারিয়ে যাওয়ায় বিকল্প পরিচিতিপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি এদিন ব্যাংকের চালান ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন এস ডি এম অফিসে। সেখান থেকে ফেরার পথে অফিসটিলায়ই বি জে পি -র দুষ্কৃতীদের সংঘবদ্ধ হামলার মুখে পড়তে হয় তাকে। শাসকদলের সন্ত্রাসীরা মোটর বাইক থেকে নামিয়ে বিশ্বজিৎ সরকারকে ক্রিকেট ব্যাট, কাঠের ফাইল, বাঁশের লাঠি ও লাকড়ি দিয়ে তাকে মারতে শুরু করলে তিনি বাঁচাও বাঁচাও বলে প্রাণরক্ষায় কোনরকমে দৌড়ে অনেকটা রাস্তা পার হয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে আশ্রয় নেন।বাড়ীর লোকজন খবর পেয়ে বিশ্বজিৎ সরকারকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে এনে হাসপাতালে নিয়ে যান।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর থানায় গিয়ে ঘটনা পুলিশকে জানান তিনি।বি জে পে দুষ্কৃতীরা বিশ্বজিৎ সরকারের মোটর বাইক, মোবাইল ফোন ও জরুরী কাগজপত্র ছিনতাই করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। অফিসটিলায় এদিন অনেক মানুষই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তবে শাসকদলীয় সন্ত্রাসীদের ভয়ে কেউই এগিয়ে আসার সাহস করেননি।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ২৯ ◻ ৪ অক্টোবর ২০২১ ইং ◻ ১৭ কার্তিক ◻ বৃস্পতিবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অপরের বিপদের কারণ না হয়

দীপাবলীর আনন্দ উল্লাসে চারিদিকে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করিয়াছে।আলোক ঝলমল পরিবেশে শহর হইতে গ্রাম গ্রাম হইতে পাহাড় সর্বত্র মাতিয়া উটিয়াছে। বাহারি আলোর পাশাপাশি পটকা বাজি ফাটানোর আদি অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বিগত বছর করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত কারণে আনন্দ-উল্লাসের তেমনটা মাতিয়া উঠতে পারেন নাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। এই বছর করোনার দাপট কিছুটা কমিয়াছে। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছেন। অবশ্যই সতর্ক থাকতে হইবে নিজের আনন্দ যেন অপরের কোন বিপদের কারণ হইয়া না ওঠে। বিকট আওয়াজ এর শব্দ বাজির পরিবেশের জন্য মারাত্মক। পরিবেশবিদরা এই বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দ বাজি পোড়ানো হইতে বিরত থাকিবার জন্য বরাবর আবেদন জানানো হইতেছে। কিন্তু একাংশের মানুষের মধ্যে এসব বিষয় নিয়ে যেন কোন চিন্তা ভাবনাই নাই। এই ধরনের মানসিকতা দূর করিতে হইবে। দীপাবলির প্রকৃত আনন্দ উল্লাসে নিজেরা গা ভাসাইয়া দিলে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবেনা। মনে রাখিতে হইবে আমাদের এমন কোন আচরণ করা উচিত হইবে না যাহা আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। স্বাভাবিক কারণেই শব্দ বাজি পোড়ানোর প্রবণতা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে হইবে।

দীপাবলি বা দেওয়ালি হল হিন্দু ধর্মীয় উৎসব। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন দীপাবলি উৎসবের সূচনা হয়। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসব শেষ হয়।হিন্দুদের কাছে, দীপাবলি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই দিন সব হিন্দুরা বাড়িতে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা ও মিথিলাতে এই দিনটি কালীপূজা হিসেবে উদযাপন করা হয়। ভারতীয় সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' বা 'ন্যায়ের কাছে অন্যায়ের পরাজয়' এই নীতিতে।দীপাবলী নামটির অর্থ "প্রদীপের সমষ্টি"।এই দিন হিন্দুরা ঘরে ঘরে ছোটো মাটির প্রদীপ জ্বালেন। এই প্রদীপ জ্বালানো অমঙ্গল বিতাড়নের প্রতীক। বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সারা রাত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখিলে ঘরে লক্ষ্মী আসেন বলিয়া হিন্দুরা বিশ্বাস করেন। দীপান্বিতা কালীপূজা বিশেষ জনপ্রিয়। এই উৎসব সাড়ম্বরে আলোকসজ্জা সহকারে পালিত হয়। এই প্যু তিথিতে অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অর্থবর্ষের সূচনা হয়। লোকজন নতুন বর্তন, বাসন, গয়না প্রভৃতিও কিনিয়া থাকেন এই দিনে। তবে বেশির ভাগ বাঙালি ব্যবসায়ীদের অর্থবর্ষের সূচনা হয় পয়লা বৈশাখে। দ্বিতীয় দিনটিকে বলে ভূত চতুর্দশী। এই দিনে বাঙালিরা বাড়ির চোদ্দোটা এঁদো কোণায় চোদ্দোটা প্রদীপ জ্বালাইয়া কালো মুছাইয়া আলোকিত করিয়া তোলেন বাড়িটাকে। কথায় আছে যে এমনটা করিলে ভূতপ্রেত পরিবার আর স্বজনদের ঘাড়ের কাছে নড়িতে পারে না।এমনটাও লোককথায় শোনা যায় যে ,এই প্রদীপসজ্জার মাধ্যমে পরিবারের পিতৃপুরুষদের অনুষ্ঠানে পদার্পণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়, যাহাতে তাহারা মায়ের বাৎসরিক আগমনে উপস্থিত হইয়া সবাইকে শুভাশীষ দিয়া নিজেরা মায়ের আশীর্বাদে মোক্ষ লাভ করিবেন। তৃতীয় দিন কার্তিক অমাবস্যায় যেখানে উত্তর ভারতে লক্ষ্মীর পূজা হয়, ত্রিপুরায় দারুণ জাঁকজমকে ঘটা করিয়া পালন করা হয় কালীপূজা।দেওয়ালির দিনে প্রদীপের আলোয় বাড়ি-বাড়ি ঝকমক করিয়া ওঠে। নানান রঙের বাজিতে আকাশটাও রীতিমত চকচক করিয়া থাকে। দীপাবলি সারি-সারি প্রদীপের আলোকে স্বর্গের দেবতাকে মর্তের কুটিরে বরণ করিয়া নেবার উৎসব। চতুর্থ দিন কার্তিক শুক্লা প্রতিপদ। এই দিন বৈষ্ণবেরা গোবর্ধন পূজা করেন। পঞ্চম দিন যমদ্বিতীয়া বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা। এই দিন বোনেরা তাদের ভাইদের জন্যে উপোস করিয়া তাহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই উৎসবের যথেষ্ট মাহাত্ম্য রহিয়াছে। যুগ যুগ ধরে এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া মানুষ সনাতন ধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাহাতে এই ধর্মকে আপন করিয়া নিতে পারে সেজন্যই নানা উৎসব মেলার আয়োজন করা হইয়া থাকে। আলোর উৎসব দীপাবলি প্রত্যেকের মন থেকে অতীতের যাবতীয় মোহ কালিমা গোছাইয়া মানব সমাজে শান্তির বারি সিঞ্চন নামাইয়া আনিবে এটাই প্রত্যাশা।

সরতে হবে অমিত মিত্রকে, আগামী সপ্তাহেই মন্ত্রিসভায় রদবদল

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি.স) : বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর তৃতীয়বারের জন্য তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এলে মন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন অমিত মিত্র। যদিও তিনি এবার ভোটে দাঁড়িয়ে বিধায়ক হননি। প্রায় ছমাস সময় পার হয়ে যাওয়ায় নিয়ম অনুযায়ী এবার সরতে হবে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে। আগামী ৯ নভেম্বর তার মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, ওইদিনই রাজ্যপালের কাছে নিজের ইস্তফা পাঠিয়ে দেবেন অমিত মিত্র। সূত্রের দাবি পরদিন অর্থাৎ ১০ নভেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম রদবদল হয়ে যেতে পারে। সূত্রের খবর, আপাতত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ দফতর নিজের হাতেই রাখবেন। প্রয়োজনীয় অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কাউকে দায়িত্ব দিতে পারেন তিনি। এ ব্যাপারে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নাম শোনা যাচ্ছে নবান্নের অলিন্দে। সেক্ষেত্রে তাঁর হাতে থাকা পুরো ও নগর উন্নয়নের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব অন্য কাউকে দিতে পারেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত অমিত বাবুর শরীর ভালো নেই। সেই কারণেই তিনি একুশের বিধানসভা ভোটে প্রার্থীও হননি। এমনকি এবারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব তিনি নিতে চাননি। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে গত ১০ মে ভার্চুয়াল মাধ্যমে তিনি শপথ নিয়েছিলেন। তবে এবার নিয়মের কারণে তাকে করতে হচ্ছে করতে হচ্ছে।

কালীপুজোর পরই ঘোষণা কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটের দিন, ডিসেম্বরে হবে নির্বাচন

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি.স) : উপনির্বাচন মিটতেই পুরভোটের বাদ্যি বেজে গেল। বুধবার কলকাতা এবং হাওড়া পুরসভার নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি একই দিনে দুই পুরসভার ভোট হবে। ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা এবং হাওড়া পুরসভায় ভোটগ্রহণ হবে। ফল ঘোষণা ২২ ডিসেম্বর।

কালীপুজো শেষ হওয়ার পরই ভোটের বিজ্ঞপ্তি বের করা হবে। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ বাকি ১১০টি, নতুন গঠিত ময়নাগুড়ি ও ফালাকাটা এবং বিধাননগর পুরসভায় কবে ভোট হবে, তা নিয়ে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। সূত্রের খবর, আগামী বছর জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারি মাসে ওই পুরসভাগুলিতে দুই অথবা তিন দফায় নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন খড়দহ, গোসাবা, শান্তিপুর এবং দিনহাটায় উপনির্বাচন শেষ হলেই পুরভোট নিয়ে উদ্যোগী হবে সরকার। নীল বাড়ির দখলের লড়াই মে মাসের ২ তারিখ শেষ হলেও সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের অর্ধেক সময় ২টি আসনে নির্বাচন এবং ৫টি আসনের উপনির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত ছিল সরকার। কেননা একটি উপনির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে করোনা আবহে নির্ধারিত সময়ে পুরভোট করানো সম্ভব হয়নি। কলকাতা এবং বিধাননগরে শেষ পুর ভোট হয়েছিল ২০১৫ সালে। ২০২০ সালে বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়। বর্তমানে প্রশাসকমণ্ডলীর সাহায্যে পুরসভার কাজকর্ম চলছে। হাওড়া পুরসভাতেও বোর্ডের মেয়াদ ফুরিয়েছে অনেক দিন আগে। একই অবস্থা রাজ্যের বাকি পুরসভাগুলিতেও।

জন্মের দ্বিশতবর্ষে বিশ্বের প্রথম নারী চিকিৎসক

কৌশিক রায়

ভারতীয় নবজাগরণে পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ সালে ইংলান্ডের ব্রিস্টল নগরীতে শেষ নি-শ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। সতীদাহ কুপ্রথা বিলোপ করিয়ে নারীদের সম্মান এবং সমমর্যাদাকে ফিরিয়ে আনার শপথ নেওয়ার সময়ে ভারত-পথিক হয়ত জানতেন না-তাঁর তিরোধানের সময়ে ওই শহরেই এক চিনি-র ব্যবসায়ী-র দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাটি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছে পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের হারিয়ে যাওয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা সে করবে নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে মানবসেবাতে নিজেকে নিয়োজিত করে। ব্রিটিশ -শাসিত বঙ্গভূমিতে প্রথম মহিলা চিকিৎসক হয়ে যেভাবে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, মান্ধাতার আমলের স্থবির লোকাচারকে বিদীর্ণ করে নারী প্রগতির নবকিরণ নিয়ে এসেছিলেন, ব্রিস্টলের এই কিশোরীটিও একদিন, নারীসত্তাকে নাগপাশের মতো ঘিরে রাখা 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা'কে দূর করে স্বীয় মানসিক শক্তি আর প্রতিভাবলে হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের সর্বপ্রথম মহিলা চিকিৎসক-এলিজাবেথ ব্ল্যাক ওয়েল।

ব্রিস্টেল এলিজাবেথ-এর স্নেহশীলা এবং কর্তব্য পরায়ণা মা-হান্না লেন-এর তত্ত্বধানে যৌথ পরিবারে ভাইবোন আন্যা, মারিয়েন, স্যামুয়েল, পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় মহিলা চিকিৎসক হয়ে ওঠা এমিলি, লেখিকা হয়ে ওঠা সারা এলেন, জন, জর্জ এবং চারজন অবিবাহিত পিসিকে নিয়ে একটা সুক এবং পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিলো। সেই পরিবেশের সংস্পর্শে থেকে শৈশব থেকেতই পরোপকারী হয়ে উঠেছিলেন এলিডাবথ ব্ল্যাকওয়েল। তবে, হঠাৎই ভাগ্য বিরূপ হলো। এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে স্যামুয়েল-এর পৈত্রিক চিনি তৈরির কারকানা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল এর বাবা। বাধ্য হয়ে পরিবারের সদস্য -সদস্যাদেরকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কে বসবাস করতে শুরু করলেন স্যামুয়েল। ওই শহরে একজন পথম সারির মানবাধিকার শুনতেন, শিশুশ্রম, কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নাগরিক সংগ্রামের বাহিনী। স্যামুয়েল ও চাইতেন-তাঁর প্রতিটি পুত্র -কন্যা সমান অধিকার নিয়ে শিক্ষালাভ করুক এবং লিঙ্গ বৈষম্যকে ঘৃণা করতে শিখুক। সেই জন্য, অনেক সনাতনপন্থী ব্যক্তির বিরাগভাজন হন তিনি। তবুও মেয়ে এলিজাবেথ-এর প্রতিভা বিকাশে, আর্থিক অনটন সত্বেও তাঁর জন্য গৃহশিক্ষক এবং গভর্নেস রাখতে কার্পণ্য করেননি পিতা স্যামুয়েল। তবে, সিনসিনটিতে নতুন বাসা হওয়ার পরই এলিজাবেথকে পিতৃহারা হতে হয়। অর্থাভাব দূর করতে দুই বোনের সাথে একটি বুনিয়াদি বিদ্যালয় খুললেন ১৭ বছরের এলিজাবেথ। শিক্ষাদানের সাথে সাথেই খ্রিষ্টান ধর্মাচরণের প্রতিও আকৃষ্ঠ হলেন এলিজাবেথ। দেহান্তরবাদ-এর প্রবর্তক উইলিয়ম হেনরি চ্যানিং-এর সংস্পর্শে এসে তিনি বুঝতে পারলেন-যে কোনও মানুষ এবং মনুষতর প্রাণীর রোগব্যাধি নিরাময়-ই সর্বোত্তম ঈশ্বর সেবা। এক্ষেত্রে সমসাময়িকা এবং ধাত্রী বিদ্যার প্রবর্তক ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-এর মহতী চরিত্রের সাথে অনেকটাই মিল ছিলো বিশ্বের এই প্রথম নারী চিকিৎসকটির। কেন্টাকি রাজ্যের হেন্ডারসন শহরে বার্ষিক ১০০০ মার্কিন ডলার বেতনে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি পেলেও এলিডাবেথ, চিকিৎসাজনক হিপ্পোক্রেজুস-এর রচনা পড়তেন সময় পেলেই। নিগ্রো ক্রীতাদাস-দাসীদেরকে সেবা করতে গিয়ে তাঁর মনে হত-ব্ল্যাকবোর্ড আর বইখাতা নয়, তার পক্ষে উপযুক্ত হলো হাসপাতালে দিবারাত্র, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে রোগীর সেবা করা।

চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সুযোগটা, এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল-এর কাছে এসেছিলো উত্তর ক্যারোলিনা রাজ্যের অ্যাশভিল মিউজিক অ্যাকাডেমিতে সংগীত শিক্ষিকা হয়ে চিকিৎসক রেভারেন্ড জন ডিকসন-এর বাড়িতে ভাড়া থাকার সময়। ডিকসন এবং তাঁর চিকিৎসক ভাই-স্যামুয়েল হেনরি-র অনুপ্রোরণাতে ডাকযোগে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করলেন এলিজাবেথ। দিনলিপিতে তিনি লিখলেন- "My mind is fully made up. I have not the slihhtest hesitation on the subject ;the thorough study of medicine. I am quite resolved to go through with it." ফিলাডেলফিয়া রাজ্যে ডা. উইলিয়ম এলডার এবং ডাক্ষ জোনাথান অ্যালেন-এর তত্ত্বাবধানে অ্যানাটমি নিয়ে পড়াশোনা করার সময়ই এলিজাবেথ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের মতোই বুঝতে পেরিছিলেন-চিকিৎসা জগতে নারী প্রবেশ না ঘটলে মহিলাদের প্রসূতিজনিত অসুখ বিসুকের স্থায়ী নিরাময় করা যাবে না। সর্বত্র প্রবলবাধার সম্মুখীন হতে হয় এলিজাবেথকে। তাঁর কাছে উন্নাসিক পুরুষ ডাক্তারদের কাছ থেকে এমন প্রস্তাব ও আসে তিনি প্যারিসে গিয়ে পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে বরং ডাক্তারি করুন। জাক্তারি করতে হলে পুরুষদের মগজ লাগে, সেখানে ঘরকন্না করা মেয়ে মানুষের ভোঁতা বুদ্ধির নাকি কোনও স্থান নেই। এত অপমান সহ্য করেও ভেঙে পড়েননি এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল, শেষ পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের জেনিভা মেডিক্যাল কলেজ-এ (বর্তমানে নিউ ইয়র্ক আপস্টেট মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি) চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়ার সুযোগ পেলেন তিনি। অবশ্য, শিক্ষায়তনটির ডিন, প্রথমে এলিজাবেথকে ডাক্তারি ছাত্রী হিসেবে নিতে চাননি। তবে, সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বময়ী এলিডাবেথকে সহপাঠিনী হিসেবে পাওয়ার জন্য ভোট দেন ওই প্রতিষ্ঠানের দেড়শো জন পুরুষ ছাত্র। তবে, প্রথমদিকে ক্লাসে আর বোর্ডিং-এ নিঃসঙ্গ হয়েই থাকতেন এলিজাবেথ। আশেপাশের মানুষের কাছেও ডাক্তারি নিয়ে পাঠরতা এই যুবতীটি ছিলেন যেন অন্য গ্রন্থের বাসিন্দা। শেষ পর্যন্ত, চিকিৎসাশাস্ত্রে তৃতবিদ্য হয়ে ফিলাডেলফিয়া-র ব্লকলি আল্‌ম্‌স হাইস নামক দাতব্য চিকিৎসালয়ে, সিফিলিস এবং টাইফাস রোগ নিরাময়ের জন্য অস্থায়ী চিকিৎসক হয়ে নিযুক্ত হলেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। যথেচ্ছ যৌনাচারক, ব্যাভিতার এবং বহুগামিতা থেকে পুরষরা যদি দূরে সরে থাকেন, তাহলে তাঁর দুরারোগ্য সিফিলিস এবং নারীরা গনোরিয়া রোগ থেকে দূরে থাকতে পারবেন-এই মর্মে জনগণের মধ্যে প্রচারও চালিয়েছিলেন এলিজাবেথ। তাঁর অক্লান্ত চিকিৎসা গবেষণা ও সেবা, ফলপ্রসূ হলো। ১৮৪৯ সালের ২৩ জানুয়ারি, বিশ্বের প্রথম নারী চিকিৎসক রূপে ডিগ্রি পেলেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। সাগরপাড়ের ইতিহাসে ওই বছরই বঙ্গভূমিতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আবার, আজাদ হিন্দু ফৌজে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে বীরাঙ্গনা বাহিনী গড়ে তোলার দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস-এর জন্মদিনও ছিলো ২৩ জানুয়ারি। বিশ্বের প্রথম নারী চিকিৎসকরূপে ডিগ্রি পেলেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। সাগরপাড়ের ইতিহাসে ওই বছরই বঙ্গভূমিতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আবার, আজাদ হিন্দ ফৌজে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে বীরাঙ্গনা বাহিনী গড়ে তোলার দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস-এর জন্মদিনও ছিলো ২৩ জানুয়ারি। যেন বিধাতার অমোঘ নিয়মে। নারীশক্তি নবজাগরণে, দেশ কাল জাতি নির্বিশেষে এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন এই তিন ব্যক্তিত্ব। এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের বেশ কয়েকটি হাসপাতালে চিকিৎসা-এর কাজ পাওয়ার জন্য ইউরোপে এসেছিলেন। তবে, অনেক জায়গাতেই তাঁকে এই অবান্তর কথা বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর ডিগ্রি, ইউরোপীয় চিকিৎসা হাসপাতালের ডিগ্রির সমগোত্রীয় নয ও তিনি দাই-মা বা মিডওরাইফ হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন। হতোদ্যম এলিডাবেথকে সঠিক এবং ব্যবহারিক চিকিৎসা পরিষেবাতে সুশিক্ষিতা করে তুলতে এগিয়ে এলেন ফ্রান্সের সবচেয়ে নাকরা স্ত্রী ও প্রসূতিরোগ বিশেজ্ঞ-পল দ্যুবোয়া ঘোষণা করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড়ো স্ত্রীরোগ বিএশষজ্ঞ অবশ্যই ডা. এলিডাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। তবে, দুঃখ ছিলো তাঁর সাথী। এক সদ্যোজাত শিশুর চোখের রোগ অপ্‌থ্যালমিয়া নিওন্যাটোরাম এর চিকিৎসা করতে গিয়ে একটা রাসায়নিক ওষুধ, এলিডাবেথের মুখে এসে পড়ে। এর ফলে বাঁচোখের দৃষ্টিশক্তি চিরতরে হারান এলিডাবেথ। শল্যচিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছাতেও তাঁকে দাঁড়ি টানতে হয়। তবুও পিছিয়ে থাকেননি এলিজাবেথ। লন্ডনের সেন্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত হন তিনি। মার্কিন দেশের নিউইয়র্ক ট্রিবিউন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় মার্কিন দেশে মহিলা চিকিৎসক হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা পেলেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। তাঁর হাসিমুখ দেখলে, আশ্বাসবাক্য শুনলে রোগীরা অর্ধেক সুস্থ হয়ে উঠতেন। পোল্যান্ডের এক ছাত্রী-মারিয়া জাত্রাইয়োয়েস্কাকে নিয়ে নিউইয়র্কের টোমকিনস স্কোয়্যারে একটি ছোট্ট ডিসনপেনসারি খুলেও ফেললেন এলিজাবেথ। বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের এবং তরুণী মায়েদের মানসিক এবং শারীরিক সমস্যা নিয়ে "The Laws of life with special Reference to The physical Education of Girls" নামক একটি বই ও লিখে ফেললেন তিনি। শুধু তাই-ই নয়। মহিলা চিকিৎসক এবং প্রশাসক মণ্ডলী ছাড়া পরিচালিত হাসপাতাল এবং চিকিৎসাকেন্দ্র যাতে সর্বত্র, দরিদ্র এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া রোগনীদের সুবিধার জন্য স্থাপিত হতে পারে তার জন্যও আন্দোলন করেছিলেন তিনি। তাঁর তৈরি চিকিৎসা কেন্দ্রে সমস্ত কর্মীই ছিলেন মহিলা। বলাই বাহুল্য-পুরুষ ডাক্তাররা, এক মহিলার এই'উড়ে এসে জুড়ে বসা' ডাক্তারিকে ভালো চোখে দেখেননি। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে পরবর্তী, উদাহরপন্থী মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং নিগ্রো ক্রীতদাসদের মুক্তিদাতা আব্রাহাম লিংকনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলেন মানবসাম্যের প্রতিভূ এলিডাবেথ ব্ল্যাকওয়েল, গেটিসবার্গের যুদ্ধে আহত হওয়া ফেডারেল ও কনফেডারেট দুই প্রতিপক্ষ বাহিনীর সৈনিকদেরকে সেবা ও চিকিৎসা ও করেছিলেন তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে দীপ হাতে দেবী য়ে ওঠা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-এর মতো। স্বদেশবূমি ব্রিটেনেও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওরেল। ১৮৫৯ সালে ব্রিটেনের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিল-এর প্রথম মহিলা সদস্য রূপে নির্বাচিত হলেন চল্লিশের কোঠা না পেরোনো এলিডাবেথ। এর পাশাপাশি নিউইয়ের্ক ও মহিলাদের জন্য মেডিকেল কলেজ স্থাপন সহায়তা করলেন তিনি। আটলান্টিক মহাসাগদরের দুই পাড়ে হাজার হাজার রোগী রোগিনীর কাছে নিরাময় ও সুস্থ জীবনের অভয়মন্ত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। তবে, নিউইয়র্কেণ মহিলা হাসপাতালটি চালাতে গিয়ে আর এক মহিলা চিকিৎসক এলিজাবেথ গ্যারেট অ্যান্ডারসন এর সাথে আদর্শ এবং ব্যক্তিত্বের সংঘাত শুরু হয় এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল-এর। বাধ্য হয়ে ছাত্রী সোফিয়া ডেব্রা ব্লেককে নিয়ে লন্ডনে মহিলাদের জন্য একটি মেডিকেল স্কুল খুললেন এলিডাবেথ, ব্ল্যাকওয়েল। তিনি কিন্তু কখনও চিকিৎসা গবেষণাগারে জীবন্ত প্রাণীদেরকে কাটাছেঁড়া সমর্থন করেননি। চিকিৎসা ছিল তাঁর কাছে শারীরিক ও মানসিক বেদনা থেকে মানুষকে বিমুক্ত করার একটি নৈতিক এবং ঐশী মাধ্যম। চিকিৎসাক্ষেত্রে থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইছিলেন নিরলস কর্মযোগিনী এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল, সুযোগ্য ছাত্রী মেরি পাটনাম জ্যাকোবি-র ওপর তাঁরতৈরি চিকিৎসালয়গুলির ভার ছেড়ে দিয়ে সমাজ সংস্কার ও নৈতিক আন্দোলন-এর দিকে ঝুঁকলেন তিনি। ব্রিটেনে স্থাপন করলেন জাতীয় স্বাস্থ্য সমাজ। বন্ধবী বারবার। বোডিকোন-এর সাথে, নারীমুক্তি ও নারী শিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে এলিজাবেথ ঘুরে বেড়ালেন ফ্রান্স, ওয়েলস, স্যুইজারল্যান্ড এবং ইতালিতে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে ধর্মীয় চিত্তশুদ্ধি এবং মনসিক স্থৈর্য্যের প্রভাব আছে এটা মনে করতেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। তিনি মনে করতেন-গড়িকাবৃত্তি, গর্ভনিরোধক পদ্ধতি এবং বহুগামিতা -মানবজাতির সার্বিক স্বাস্থ্যকে আরও ভঙ্গুর করে তুলছে। সহবাসের সময়ে নারী ও পুরুষ উভয়কেই আবেগ নিযন্ত্রণে সংযমী হতে হবে এটাই ছিল এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল-এর বক্তব্য। তবে, নারীদেরও ও পুরুষদেহেকে সমানভাবে উপভোগ করার ন্যায্য অধিকার আছে এই কথা বলে তদানীন্তন ভিক্টোরিয় ইংল্যান্ডে অনেক রক্ষণপন্থীর চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। আসলে, তখনও ইউরোপীয় সমাজ মিখাইল সোলোখোভ-এর দুনিউশা, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, স্তস্তাভ ফ্লোবেয়্যার-এর মাদাম বোবারি এবং গিওভান্নি বেকাচিচ্চও-র দেকামেরন এ বর্ণিত স্বৈরিনা, উদ্ভিন্নযৌবনা নায়িকাদেরকে গ্রহণ করতে চায়নি। তবে, নারী-পুরুষের এই সমান যৌন অধিকার নিযে এলিডাবেথ ব্ল্যাকওয়েল বহুবার ফ্লোরেন্স নাইটিংগল এবং ইংরেজ রোমান্টিক কবি জর্জ (লর্ড) গর্ডন বায়রন-এর বিদূষী বোন-লেডি অ্যাডা লাভলেস-এর সাথে চিঠিপত্র বিনিময় করেছিলেন।

এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল-এর নিঃসঙ্গ জীবনে অবলম্বন হয়ে ওঠেন তাঁর দত্তক ন্যেয়া কন্যা-ক্যাথারিন ব্যারি। অবশ্য, ব্যারিকে কোনও স্বাধীনতা বা বিবাহ করার সুযোগ দেননি বলে অভিযোগ উঠেছিলো এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল-এর বিরুদ্ধে। এলিজাবেথ-এর মৃত্যুর সময় ইংল্যান্ডের সাসেক্স কাউন্টির অন্তর্গত হেস্টিংস-এর এক্সমাউথ প্লেস -এর বাড়িতে তাঁর পালিতা মায়ের শিয়রেই ছিলেন কোটি ব্যারি। তাঁর সাহায্যেে আত্মজীবনী Ploneer work In Opening the Medical profession to women লেখেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। কোনও পুরুষের প্রেমাস্পাদ আবেদনে কোনওদিন সাড়া না দিলেও একবার সজজব ছনিয়েছিল-বার্জিনিয়া রাজ্যের তরুণ অ্যালফ্রেজ স্যাচ্‌স এর প্রেমে নাকি পড়েছেন তিনি।

স্কটল্যান্ডের কিলমান-এ কেটি ব্যারি আর আদরের পোষা কুকুরদেরকে নিয়ে ছুটি কাটাতে গেছিলেন এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল। ৮৯ বছরের শরীরে জরা আর ক্লানজ জুড়েবসেছিলো তাঁর। সেখানেই সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে পক্ষাগাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন এলিজাবেথ। কিলমান-এর সেন্ট মান্'স প্যারিস চার্চের প্রাঙ্গমেই সমাধিস্থ করা হলো উন্মোচিত করা এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েলকে। আজ যখন কোনও রোগীর সামনে, এই করোনা অতিমারীর আতঙ্ক আবহে, মূর্তিমতী বরাভয় হয়ে দাঁড়ান কোনও নারী চিকিৎসক তখনই আমরা অনুভব করি চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই প্রথম নারী বিপ্লবীর অমলিন অস্তিত্বকে।

> এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল-এর নিঃসঙ্গ জীবনে অবলম্বন হয়ে ওঠেন তাঁর দত্তক নেওয়া কন্যা-ক্যাথারিন ব্যারি। অবশ্য, ব্যারিকে কোনও স্বাধীনতা বা বিবাহ করার সুযোগ দেননি বলে অভিযোগ উঠেছিলো এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল-এর বিরুদ্ধে। এলিজাবেথ -এর মৃত্যুর সময় ইংল্যান্ডের সাসেক্স কাউন্টির অন্তর্গত হেস্টিংস-এর এক্সমাউথ প্লেস-এর বাড়িতে তাঁর পালিতা মায়ের শিয়রেই ছিলেন কেটি ব্যারি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

একক এবং যুগোত্তর

মন্দার মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর পরে যা হয়, ক্রমাগত মূল্যায়ণ, অর্থাৎ কী তিনি রেখে গেলেন? আমরা কী নেব, কতটা নেব সেই বাছাই ও নির্ভর করে সেই চূড়ান্ত।

২০১৯ সালের ৩০ নভেম্বর। খবরের কাগজের পাতা খুলে দেখি, কলকাতার সংস্কৃত কলেজ, যা একন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ও বটে,সেখানের তৎকালীন উপাচার্য, তালামারা একটি পুরনো তোরঙ্গ খুলিয়ে, সেখান থেকে তিনটি রুপোর মেডেল, কলেজ সম্পত্তির লিখিত নথি, সিল করা খামের মধ্যে থাকা সে আমলের চেক বই ছাড়াও উদ্ধার করলেন বিধবা ভাতা, মেয়েদের কমনির্ভর করে তোলার বিষয়ে এমন কিছু নথি, যা ঈশ্বরচন্দ্র ওই কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ের। এই উদ্ধারও বিদ্যাসাগর চর্চায় বিশেষ কোনও সূত্র হয়ে দেখা দেবে নিশ্চিত। আরও এক অভিনব প্রয়াস হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদএর উদ্যোগে প্রকাশিত একটি সুসম্পাদিত স্মারক গ্রন্থ এবং একটি প্রদর্শনী (২৮.০২.২০২১-২৪.৩.২০২১)। সযত্নে সাজানো নানাবিধ প্রামাণ্য নথি ছাড়াও, আমি বারবার প্রদক্ষিণ করেছি, মেহগনি কাঠের, তাঁর ওই লেখার টেবিলটাকে। এখানে বসেই তো তাঁর অজস্র বিতর্কের জবাব, নতুন আইন, ফুসে ওঠা প্রতিবাদ এবং হয়তো তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রটি লিখে গিয়েছেন তিনি। আড়ে-দিঘে ওই টেবিলটির ব্যাপ্তিই যেন সাগর সম আর তার মজবুত নির্মাণ যেন তাঁর জেদি চরিত্রের প্রতিফলন।

প্যানডেমিকের মধ্যেই আমফান ঝড়ে আর সব অঞ্চলের মতো বিধ্বস্ত হল কলেজ স্ট্রিটের গোটা বইপাড়া। কত বই, কত ইলাস্ট্রেশন, না-ছাপা পাণ্ডুলিপির ছিন্নভিন্ন অক্ষর—সব মিশে গেল কাদাজলের আবর্জনায়। তার পরেও দুর্মর চেষ্টায় সমানেই চলেছে ছোট-বড় নানা উদ্যোগে তাঁর উফর বই ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ। এমনকী, কোনও কোনও প্রকাশকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ছোট মাপের বইমেলাও। এরকমই একটি বইমেলার হদিশ পেয়ে ভাল লাগল, কারণ তার স্থান কলেজ স্ট্রিটের বিদ্যাসাগর টাওয়ার।

এভাবেই সংস্কার করা হয়েছে বাদুড়বাগানে তাঁর বসতবাড়িটি। বামফ্রন্ট সরকারের সময় এই বিকিয়ে যাওয়া এবং ক্রমাগত হাতবদল হওয়া বাড়িটি সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে উচ্চশিক্ষা দফতরের অধীনে আনা হয়। বিদ্যাসাগরের জন্মের ২০০ বছরের সূচনায়, ২০১৯ সালে, বর্তমান সরকার এখানে গড়ে তোলেন বিদ্যাসাগর আকাদেমি, যার মূল উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগর চর্চা এবং একই সঙ্গে গড়ে তোলা হয় একটি সংগ্রহশালা। এ বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর সূচনা হয় বিদ্যাসাগর স্মারক বক্তৃতা এবং বিদ্যাসাগর দিনময়ী নামে কয়েকটি পুরস্কার প্রদান।

বিদ্যাসাগর নিমজ্জনে একটি দিক আমাকে খুব ভাবল। তাঁর সময়ে বসতির পর বসতি উজাড় হয়ে যেত কালাজ্বর, ডেঙ্গু, প্লেগ, ম্যালেরিয়া—এসব মহামারীতে। তখন তিনি ভ্রুক্ষেপহীনভাবে পথে নেমে সেবা করেছেন আর্ত মানুষের। ভাবি যে, আজ জীবিত থাকলে, পৃথিবীজোড়া এই লকডাউনে কী ভূমিকা নিতেন তিনি? কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে পথে নামতেন। কীভাবে সহ্য করছেন অসহায় এই মৃত্যুস্রোত। সেই সঙ্গে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে---কাজ হারানো, লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের পায়ে হাঁটা নিরন্ন মিছিল, নিশ্চয়ই রুখে দিতেন হাজার হাজার মানুষের জীবন বন্ধক রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত। যেভাবেই হোক হয়েতো বন্ধ করে দিতেন পুণ্যলাভে লাখো ভক্তের ওই মাসব্যাপী কুম্ভস্নান। আর তা না পারলে লজ্জা, অভিমান, ক্ষোভ এবং ঘৃণায়, হয়েতো দ্বিতীয় নির্বাচন নিয়ে স্বেচ্ছায় চলে যেতেন, প্রকৃতির আরও কোনও প্রত্যন্ত জঠরে।

আর মনে হল, সর্বস্তরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে এক ভার্চুয়াল ক্লাস—এই নিউ নর্মাল কেই বা কীভাবে ব্যাখ্যা করতেন তিনি। বিশেষত প্রত্যন্ত গ্রামে, যেখানে টাওয়ার নেই ঘরে ঘরে এখনও যেখানে নুন আনতে ফুরোয় পান্তা। শিক্ষার কোনও শেষ নেই, এ কথা যেমন ঠিক, আবার সব শিক্ষা যে সকলের সামর্থ্যনির্ভর নয় তা -ও তো সত্য। আবার একই সঙ্গে, এই দেখে হয়তো খুশিই হতেন যে লকডাউনের বন্দিদশায়, কোনও সহকারী ছাড়াই বিশেষত উপার্জনক্ষয় শিক্ষিত আমরা কেমন বেঁধে, বেড়ে, কাপড়, কেচে, ঘর, ঘুছে, বাসন মেজে, মেপেজুপে খরচ করে,বাগ্রে মা রে করেও বাঁচার চেষ্টা করে চলেছি, যা তিনি প্রায় প্রত্যহ করেয়েছেন সম্পূর্ণ ভালবেসেও অনায়াস দক্ষতায়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ডিওয়াইএফআই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় রক্তদান শিবির। ছবি ঃ নিজস্ব

কানাইঘাট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহত

মনির হোসেন,ঢাকা,০৩ নভেম্বর।।বাংলাদেশের সিলেটের কানাইঘাট সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে দুই বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন।

বুধবার (০৩ নভেম্বর) দুপুরের দিকে উপজেলার ডোনা সীমান্তের ১৩৩১ নম্বর পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটেছে।

নিহতদের মৃতদেহ সীমান্তের ওপারে রয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক প্রক্রিয়াধীন আছে। নিহতরা হলেন,কানাইঘাট সীমান্তবর্তী এরালীগুল গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে আসকর উদ্দিন (২৫) এবং একই গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে আরিফ উদ্দিন (২২)।

নিহত আসকর ও আরিফ হুসেনের স্বজনরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিকেলের দিকে তারা বাড়ি থেকে বের হয়ে স্থানীয় লালবাজারে যান। এরপর তারা আর বাড়িতে ফিরে আসেননি। সীমান্ত এলাকার অনেকে ধারণা করছেন আসকর ও আরিফ মঙ্গলবার রাতে সীমান্ত এলাকা দিয়ে অবৈধভাবে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের উকিয়াং এলাকায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে থাকতে পারেন।

সুরইঘাট বিজিবি ক্যাম্পের কোম্পানি কামান্ডার নজরুল ইসলাম জানান, তিনি ঘটনাটি বিজিবির ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন। বিএসএফের গুলিতে তারা মারা গেছেন কিনা তা এখনো বলা যাচ্ছে না। সীমান্ত আইন মেনে বিজিবি নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করবে বলেও জানান তিনি।

সিলেটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. লুৎফর রহমান বলেন, ৪/৫ জন লোক সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যাওয়ার চেষ্টাকালে গুলিতে মারা গেছেন। তবে আরও কয়েকজন গুলিবিদ্ধ থাকতে পারেন। তাদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম পিপিএম জানান, ২ যুবকের মরদেহ সীমান্ত এলাকায় পড়ে থাকার খবর পেয়ে বিজিবির কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। বিজিবির মাধ্যমে মৃতদেহ দুটি উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে।

প্রয়াত বিশিষ্ট আইনজীবী, আইএমডিটি, অসম চুক্তির রূপকার তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল মুহিব মজুমদার

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : চলে গেলেন রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী তথা 'ইল্লিগ্যাল মাইগ্র্যান্টস (ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইব্যুনালস) আইন' সংক্ষেপে আইএমডিটি আইন এবং অসম চুক্তির রূপকার তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল মুহিব মজুমদার। আজ বুধবার সকাল ৮:৪০ মিনিটে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। গত বেশ কয়েকদিন ধরে বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন বরিষ্ঠ আইনজীবী মজুমদার।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন দুই কন্যা সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও অনুগামী।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা প্রথিতযশা আইনজীবীর প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অগপ সভাপতি অতুল বরা, অসম কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেনকুমার বরা সহ বহুজন।

প্রয়াত মজুমদারের ভাগনে প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক ড় আনোয়ার উদ্দিন চৌধুরীর কাছে জানা গেছে, ১৯৩২ সালের ২০ আগস্ট হাইলাকান্দি শহরে স্টেশনরোডে অবস্থিত নিজের বাড়িতে আবদুল মুহিবের জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাবা প্রয়াত আবদুল মতলিব মজুমদার ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। আবদুল মতলিব ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৬ থেকে ৫৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী। পরবর্তীতে ১৯৬৭-৭০ সাল পর্যন্ত মন্ত্রী পদে ছিলেন দাদু আবদুল মতলিব।

ড় আনোয়ার উদ্দিন জানান, বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন তাঁর মামা। সম্প্রতি শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এ ভরতি করা হয়েছিল। জিএমসিএইচ-এর আইসিইউতে ভ্যান্টিলেশনে ছিলেন তিনি। এর আগে গত ৮ সেপ্টেম্বর শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁকে জিএমসিএইচ-এ ভরতি করা হয়েছিল। সেবার তিনি কিছুটা আরোগ্য লাভ করলে তাঁকে গুয়াহাটির গণেশগুড়িতে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ যাত্রায় শেষ রক্ষা হয়নি।

ড় আনোয়ার জানান, মূলত তিনি হার্ট এবং উচ্চ রক্তচাপের রোগী ছিলেন। গত ১৯৯৭ সালে তাঁর হার্ট অপারেশনের পর পেসমেকার সংস্থাপন করা হয়েছিল। তবে মৃত্যুকালে তাঁর হার্টের কোনও সমস্যা ছিল না, জানান ড় চৌধুরী। আজই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলেও জানান তিনি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৮৩ সালে অসমে বিদেশি আন্দোলনের সময় 'ইল্লিগ্যাল মাইগ্র্যান্টস (ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইব্যুনালস) আইন'-এর রচনা করেছিলেন আবদুল মুহিব মজুমদার। তিনি গৌহাটি হাইকোর্টের অসম এবং অরুণাচল প্রদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পাশাপাশি ১৯৮৩-৯১, ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০১১-১৬ পর্যন্ত হাইলাকান্দি আসন থেকে চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৩-৮৫ সালে হিতেশ্বর শইকিয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আইন, বিদ্যুৎ এবং পুর প্রশসন দফতরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি অব আসাম (ইউপিপিএ) নামে একটি রাজনৈতিক দলও গঠন করেছিলেন আবদুল মুহিব। তবে তাঁর দল রাজ্যে বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেনি। ফলে ইউপিপিএ ভেঙে তিনি দলবল নিয়ে সমাজবাদী পার্টিতে যোগদান করে দলের অসম প্রদেশ সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ফের তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। তবে আবারও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজ্যের আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এ যোগদান করে বিধায়ক নির্বাচত হন। আবদুল মুহিব মজুমদার ১৯৮৬-৯১ সালে বিরোধী উপনেতা এবং এর আগে অসম রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন। এছাড়া ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত অগপ আমলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকুমার মহন্ত সরকারের সেচ দফতরের পূর্ণমন্ত্রী পদে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এছাড়া বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থার সদস্য, রাজ্য নিরাপত্তা কমিশনের সদস্য, এআইসিসি-র উপ-সভাপতি, এপিসিসি-র সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান এবং এপিসিসি-র সংখ্যালঘু সেলের উপদেষ্টাও ছিলেন প্রথিতযশা আইনজীবী মজুমদার।

তাঁর বহু যুগান্তকারী মামলার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৯৭৭-৭৮ সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে তিরখা কমিশনের একটি মামলা থেকে রক্ষা করেছিলেন এই দুঁদে আইনজীবী। এছাড়া তাঁর কর্মজীবনে আরও দুটি ল্যান্ডমার্ক ছিল, তৎকালীন আইনমন্ত্রী হিসেবে আইএমডিটি আইনের খসড়া (ট্রাইব্যুনাল আইন দ্বারা অবৈধ অভিবাসী নির্ধারণ)-১৯৮৩ এবং আসাম অ্যাকর্ড ১৯৮৫-এর রূপায়ণ।

গ্রেফতার হবেন কাছাড়ে টেট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে জড়িত অভিযোগে আটক শিক্ষক বাহারুল আলম

শিলচর (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড়ে টেট প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডে জড়িত অভিযোগে আটক শিক্ষক ময়নুল হক চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হতে পারে। জানিয়েছেন শিলচরের রাঙ্গিরখাড়ি টাউন আউট পোস্টের ইনচার্জ সমরজ্যোতি রায়।

এ সম্পর্কে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার সমরজ্যোতি রায় জানান, টেট-এর প্রশ্নপত্র (বুকেলট) ফাঁস করার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গতকাল মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ আটক করা হয়েছে সোনাবাড়িঘাটের ময়নুল হক চৌধুরী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক বাহারুল আলম কৌসর বড়ভুইয়াঁকে। অভিযুক্ত শিক্ষকের মূল বাড়ি হাইলাকান্দি জেলায়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে কাছাড়ের সোনাবাড়িঘাটে ময়নুল হক চৌধুরী এইচএস স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে চাকরিতে যোগদান করেন তিনি। স্কুলে বাংলা বিষয়ের শিক্ষক তিনি।

অসমে গত ৩১ অক্টোবর এলপি ও ইউপি, দুই ক্যাটাগরির টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলায় কোনও পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল না। তাই উপত্যকার অসংখ্য পরীক্ষার্থীদের জন্য কাছাড়ের প্রতিটি স্কুল কলেজের পাশাপাশি সোনাবাড়িঘাটের ময়নুল হক এইচএস স্কুলে টেট পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল। ওই স্কুলের চার নম্বের কক্ষে ২৪ জন পরীক্ষার্থীর ইনভিজিলেটর ছিলেন আটক শিক্ষক বাহারুল আলম কৌসর বড়ভুইয়াঁ। ওইদিন সকালে এলপি টেট এবং বিকেলের শিফটিং ইউপি টেট পরীক্ষা চলে। সকাল সাড়ে আটটা থেকে ১১টা পর্যন্ত এলপি অর্থাৎ নিম্ন প্রাথমিক ক্যাটাগরির টেট পরীক্ষা চলেছে। পরে সাড়ে বারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ইউপি অর্থাৎ উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের টেট পরীক্ষা।

কিন্তু সকালের এলপি টেট পরীক্ষা চলাকালে প্রশ্নপত্র বাইরে চলে যায়। তড়িঘড়ি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমেও ভাইরাল হয়ে যায় শিক্ষকতার চাকরির যোগ্যতা নিরুপণের টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। সোনাবাড়িঘাট ময়নুল হক চৌধুরী এইচএস স্কুল সহ বড়খলা এলাকার রানিঘাটের পার্শবর্তী অপর এক স্কুল থেকে টেট প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে দ্রুত খবর চাউর হয়ে যায়। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনায় সমগ্র জেলা জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

স্পর্শকাতর এই ঘটনার খবরে শিক্ষা বিভাগের জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপার নড়েচড়ে বসেন। জেলাশাসক কীর্তি জল্লি ও পুলিশ সুপার রমনদীপ কৌরের কড়া নির্দেশে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে শনাক্তকরণে তৎপরতা শুরু করেন জেলার বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক সামিনা ইয়াসমিন আরা। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সোনাবাড়িঘাটের ময়নুল হক চৌধুরী এইচএস স্কুলের অধ্যক্ষকে শোকজ নোটিশ পাঠান। এরই মধ্যে সোনাবাড়িঘাটের ময়নুল হক চৌধুরী এইচএস স্কুলের অধ্যক্ষ মুস্তাফিজুর রহমান বড়ভুইয়াঁ নিজের স্কুলের কোনও শিক্ষক জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ সংবলিত এক এফআইআর দায়ের করেন রাঙ্গিরখাড়ি টাউন আউট পোস্টে।

এফআইআর-এর ভিত্তিতে মামলা রুজু করে দ্রুত তদন্তে নেমে রাঙ্গিরখাড়ি পুলিশ সোনাবাড়িঘাট বাজারের ভাড়াটে বাড়ি থেকে মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ শিক্ষক বাহারুল আলম কৌসর বড়ভুইয়াঁকে আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে আসে। ধৃত বাহারুল পুলিশের জেরায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, এবারের টেট পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে রাখা হয়েছিল। তিনটায় পরীক্ষা শেষের এক ঘণ্টা পর চারটায় প্রশ্নপত্র স্লটিং করার সময় তিনি নিজের মোবাইলে ফটো তুলেছিলেন। ফটো তুলে নিজের রুম-মেট জনৈক আজাদ হুসেনের হোয়াটসঅ্যাপে প্রেরণ করেন। পরে সেই রুম-মেট বন্ধু বড়যাত্রাপুরের তাঁর নিকটাত্মীয় চারজনের কাছে ওই ফটো পাঠিয়েছেন।

এভাবে মুহূর্তের মধ্যে একে অপরকে ১৭ পাতার প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষকের বয়ান অনুসারে পরীক্ষা শেষের পর প্রশ্নপত্র ভাইরাল হলেও স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে অন্য তথ্য সামনে বেরিয়ে আসে। ভাইরাল হওয়া প্রশ্নপত্রের মধ্যে ফটো তোলার সময় সকাল ৮.৩৮ মিনিট লিপিবদ্ধ ছিল। ফলে শিক্ষকের বয়ান ও ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের ফটোতে টাইম সেটিঙে ব্যাপক গড়মিল প্রকাশ্যে আসায় পুলিশকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। মোবাইল ক্যামেরার নাম ও টাইম সেটিং-এর বিষয়ে ওয়াকিবহাল না হয়ে মূলত সঠিক তদন্তের জন্য এক বড়সড় ক্ল্যু রেখেছেন ফটোগ্রাফার তথা শিক্ষক বাহারুল। ফটো টাইমিংস ও শিক্ষকের বয়ানে বিস্তর ফারাক থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত আটক বাহারুল আলম কৌসর বড়ভুইয়াঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন পুলিশ অফিসার সমরজ্যোতি রায়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গোটা উপত্যকাজুড়ে টেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

কালীপুজো ও দীপান্বিতার শুভেচ্ছা রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখির

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি কালীপুজো ও দীপান্বিতার শুভকামনা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। এক বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, দীপাবলি হচ্ছে অমানিশার আঁধার কাটিয়ে আলোর উৎসব। সমাজের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অপশক্তি-অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে এই উৎসব জনসাধারণের মধ্যে এক নয়া আশার সঞ্চার করে। এরই পরিপ্রোক্ষিতে দীপান্বিতার এই শুভক্ষণে আঁধারের প্রতীক অপশক্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনতাকে সজাগ হয়ে সমাজকে আরও স্পন্দনশীল এবং গতিশীল করতে আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল। এছাড়া সর্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যমূলক সহাবস্থানের বার্তা ছড়িয়ে দীপাবলি উৎসব উদযাপন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখি তাঁর বার্তায় সবাইকে উচ্চশব্দযুক্ত বাজি-পটকা বর্জন করে এবং সমাজকে পরিষ্কার ও সবুজ করে তোলার জন্য স্বচ্ছতা অবলম্বন করে দীপাবলি উদযাপন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে রাজ্যপাল সবাইকে কোভিড ১৯ সংক্রমণের ব্যাপারেও স্মরণ করিয়েছেন। নিজের নিজের এলাকা, রাজ্য তথা দেশ ও দশের সুস্থ কামনা করে সকলকে কোভিড প্রটোকল মেন দীপান্বিতা উৎসব উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

পিকে মোদীর এজেন্ট, বিজেপির হয়ে কাজ করছেন , তোপ অধীর চৌধুরীর

মুর্শিদাবাদ, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : তৃণমূলকে আক্রমণ করার পাশাপাশি ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরকেও আক্রমণ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। বরাবরই তাঁর 'না পসন্দ'-এর তালিকায় রয়েছেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। দিল্লিতে শরোদ পওয়ারের সঙ্গে পিকে-র বৈঠকের সময়েও সেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে অধীরবাবু বলেন, "পিকে আসলে কার জন্য কাজ করেন সেটা ভাল করে বুঝতে হবে। প্রশান্ত কিশোর আসলে মোদীর এজেন্ট। তিনি বিজেপির অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেন। আজ সেই পিকে-কেই তৃণমূলে জায়গা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলে এখন পিকে আর অভিষেকের ক্ষমতা বাড়ছে। ওঁরাই দলটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কংগ্রেসকে হেয় করে বিজেপিকে রোখা যাবে না, এটা বুঝে নিক তৃণমূল নেতৃত্ব। ২০২৪-এ নির্ণায়ক শক্তি আসছে।"

বিতর্কের শুরু প্রশান্ত কিশোরের একটি মন্তব্য থেকে। আগামী দশকের পর দশক, ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে বিজেপিই, এমনটাই দাবি করেছেন তিনি। এক অনুষ্ঠানে প্রশান্ত বলেন "জিতুক হারুক ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রতেই থাকবে বিজেপি। তাঁরা যদি সর্বভারতীয় স্তরে ৩০ শতাংশ ভোট নিশ্চিত করে তবে রাজনীতিতে বিজেপির প্রাসঙ্গিকতা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সাধারণ মানুষের মোদীর প্রতি রাগ আছে বলে তারা মোদীকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, এই ফাঁদে দয়া করে পা দেবেন না। মানুষ যদি মোদীকে পরাজিতও করে, তাতেও বিজেপির প্রাসঙ্গিকতা আগামী কয়েক দশক অটুট থাকবে।" তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়া সফরের দিনেই প্রশান্তের এমন মন্তব্যে কার্যত ঝড় ওঠে রাজনৈতিক মহলে।

৮ নভেম্বরের পর ফের আরজি কর কাণ্ডে মামলাকারীকে আসার আর্জি কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : অবসরকালীন বেঞ্চে পড়ে রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলা, তাই আরজি কর মামলায় এখনই কোনও পদক্ষেপ নয়। অক্টোবরের গোড়া থেকে একাধিক দাবি নিয়ে কর্মবিরতি শুরু হয়েছে আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শুরু হয়েছে রীতিমতো অচলাবস্থা। জুনিয়র ডাক্তার থেকে শুরু করে ইন্টার্ন এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একাধিক পড়ুয়া আন্দোলনের পথে হেঁটেছেন। এই আন্দোলনকারীদের দাবি, অধ্যক্ষকে ইস্তফা দিতে হবে। এই অচলাবস্থার কারণে সরকারি হাসপাতালে এসে চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যেতে হয়েছে অনেককে। বিষয়টি ক্রমাগত জটিল হয়ে উঠতে থাকায় নড়েচড়ে বসে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। অন্যদিকে, আরজি করের এই জট কাটানোর জন্য স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা একটি মেন্টর গ্রুপ তৈরি করেন। আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অচলাবস্থা কাটাতে আইনের দ্বারস্থ হন এক ব্যক্তি। নন্দলাল তিওয়ারি নামক এক আইনজীবী গত ২৩ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা ফাইল করেন ওই হাসপাতালের পরিস্থিতি নিয়ে। তিনি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে আবেদন রাখেন, যেন দ্রুত জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন তুলে চিকিৎসার পরিসেবা ফেরানো যায়। আদালতে পুজোর ছুটি থাকার কারণে ওই গুরুত্বপূর্ণ মামলার জন্য অবকাশকালীন বেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেই বেঞ্চ থেকে ওই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল।মঙ্গলবার বিচারপতি জানান, অবকাশকালীন বেঞ্চে অনেক শুনানী অপেক্ষায় আছে। ৮ নভেম্বরের পর ফের আরজি কর কাণ্ডে মামলাকারীকে আসার আর্জি জানায় কলকাতা হাইকোর্ট।

ভাড়া বৃদ্ধিতে সায় নেই, ব্যাটারি চালিত বাস নামানোর চিন্তা করছে সরকার: ফিরহাদ

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি.স) : জ্বালানির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পর বাস মালিকরা নিজেরাই এক লাফে অনেকটা ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছেন। বেসরকারি বাসে উঠলেই যাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে ১০ টাকা ভাড়া। তার পরের স্টেজে গুণতে হচ্ছে ১৫ টাকা। এ নিয়ে যাত্রীদের একাংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। বাসে উঠলেই কন্ডাক্টরদের সঙ্গে নিত্য ঝামেলায় জড়াচ্ছেন তাঁরা। যাত্রীদের দাবি, বাস ভাড়া নাগালের মধ্যে রাখা হোক। ভাড়া বৃ নিয়ে দু'পক্ষের কাজিয়ায় সরকার ফের যাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বুধবার পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়ে দেন, সরকার বাস ভাড়া বাড়ানোর পক্ষপাতি নয়। তাই বিকল্প হিসেবে ব্যাটারিচালিত বাস নামানোর কথা চিন্তাভাবনা করছে পরিবহণ দফতর। তিনি জানান, পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে পরিবহণ দফতর। কীভাবে সিএনজি বাস এবং ইলেকট্রিক বাস বেশি করে রাস্তায় নামানো যায় তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবে তাঁর দফতর।

আগামী ১৭ নভেম্বর বিকল্প জ্বালানি নিয়ে বাস মালিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন পরিবহণ মন্ত্রী। প্রায় প্রত্যেকদিন দাম বাড়ছে জ্বালানির। গত সপ্তাহে কলকাতায় সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে ডিজেল। আর পেট্রোল অনেকই আগেই ১০০-র গণ্ডি পেরিয়েছে। জ্বালানির লাগামছাড়া দামবৃদ্ধির দায় কেন্দ্রের ঘাড়েই চাপিয়েছে তৃণমূল সরকার। এদিকে জ্বালানির দামবৃদ্ধির পর বাস মালিকরা ক্রমাগত বাস ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু ভাড়া বৃদ্ধিতে সরকারের অনীহা দেখে তাঁরাই অনেকটাই টিকিটের দাম বাড়িয়ে দেন।

এদিকে বর্ধিত বাস ভাড়া দেখে যাত্রীরাও রেগে আগুন। সরকার দুই পক্ষের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তবুও সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে এই মুহূর্তে বাস ভাড়া বাড়ানো সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন ফিরহাদ হাকিম।

কালী পুজোয় চমক দেখাবে পাথারকান্দির স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব

পাথারকান্দি (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : এবারের কালী পুজোয় চমক দেখাবে পাথারকান্দি স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। এবার তারা ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শক্তির আরাধ্যা মায়ের আরাধনায় সাত্বিকতার সঙ্গে প্রতিমা থেকে শুরু করে মণ্ডপ সজ্জায়ও নতুনত্বের চমক দেখাবে। এর জন্য গত কয়কেদিন ধরে আয়োজক কমিটি দিন রাত এক করে তাদের সেরাটা নিংড়ে দিতে কাজ করে চলছেন।

পাথারকান্দি রেলস্টেশন সংলগ্ন স্থানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে বিশাল মণ্ডপ নির্মাণের কাজ। স্থানীয় দাস ডেকোরেটসের কর্ণধার শিবু দাসের শৈল্পিক ছোয়ায় প্রায় ৭০ ফুট উচ্চতা ও পঞ্চাশ ফুট প্রশস্তের মণ্ডপ নির্মাণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পুজো কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে সঞ্জীব মালাকার এবং পিনাক দাস জানান, প্রতি বছরই তাঁদের ক্লাব কালী পুজোর হাজার হাজার দর্শনার্থীকে কোনও না-কোনও নতুন উপভোগ্য উপহার দেন। তাই এবারও এর ব্যতিক্রম হবে না। মূল্যবৃদ্ধির আবহেও প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার বাজেট নিয়ে তাঁরা শ্যামা মায়ের আরাধনায় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের পুজোর মূর্তি গড়েছেন করিমগঞ্জের প্রতিমা শিল্পালয়ের মৃৎশিল্পী। তাছাড়া প্রতিবারের মতো এবারও শ্যামা মায়ের আরাধনা হবে সাত্বিকতায় দাবি আয়োজকদের। সঞ্জীব পিনাক জানান, পুজোর পরের দিন থাকবে নবপ্রজন্মের বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান শিল্পীর পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক আসরও।

ডেঙ্গির প্রকোপে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র, বিশেষ টিম যাচ্ছে দিল্লি-সহ ৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ডেঙ্গির প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিল্লি, হরিয়ানা ও পঞ্জাব-সহ দেশের ৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ডেঙ্গির প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সেই সমস্ত রাজ্যগুলিতে বিশেষ উচ্চপর্যায়ের টিম পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি হল-হরিয়ানা, কেরল, পঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, ও জম্মু ও কাশ্মীর।

কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় জনস্বাস্থ্য বাড়াতে কাজ করবে এই বিশেষ টিম। চলতি বছরে ৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ ১৫টি রাজ্যে ডেঙ্গির প্রকোপ সবথেকে বেশি। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের মোট ডেঙ্গির ক্ষেত্রে ৮৬ শতাংশই এই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে মিলেছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

গবাদি পশুর চিকিৎসা ও টিকাকরণ শিবির করিমগঞ্জের পেঁচারঘাটে

লোয়াইরপোয়া (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার লোয়াইরপোয়া ব্লকের ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর পূর্ব পেঁচারঘাট গ্রামে গবাদি পশুর চিকিৎসা সহ এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে গৃহপালিত পশুদের নানা রোগ নিয়েও বিস্তর আলোচনা করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

স্থানীয় এলাকার অর্ধশতাধিক পূর্ণ বয়স্ক গরুকে বিনামূল্যে টিকা প্রদান সহ বাছুরের চিকিৎসা করা হয়। সঙ্গে তাদের সুস্থ রাখতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন পশু দফতরের কর্মকর্তারা। শিবিরটি এনএডিসিপি লোয়াইরপোয়া ডেভেলপমেন্ট ব্লকের অধীনে গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দির সিনিয়র ভেটেরিনারি ফিল্ড অ্যাসিসট্যাণ্ট ডা. তাজ উদ্দিন খান. ভেটেরিনারি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট সুশান্ত মজুমদার, বিভাগীয় কর্মী আব্দুল হান্নান প্রমুখ। পাশাপাশি স্থানীয়দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিপি সভানেত্রী পিঙ্কু বর্ধন, ওয়ার্ড সদস্যাউ শুক্লা বৈদ্য, রন্টু বৈদ্যা সহ বেশ কয়েকজন।

বঙাইগাঁওয়ের মূলাগাঁও বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম তিনটি দোকান

বঙাইগাঁও (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : বঙাইগাঁওয়ের মূলাগাঁও বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেছে তিনটি দোকান।

আজ বুধবার ভোরে মূলাগাঁও বাজারের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ওই দোকান থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ক্ষিপ্রগতিতে লাগোয়া দোকানকে গ্রাস করে। বাজারের দোকানপাটের অধিকাংশ মালিক বা কর্মচারী তখন যার যার বাড়িতে ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ছুটে আসেন দোকান মালিক ও কর্মচারীরা। খবর যায় অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রেও। খবর পেয়ে তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে আসেন দমকল কর্মীরা। তাঁদের আপ্রাণ কসরতে গোটা বাজার আগুনের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে তিনটি দোকানকে তাঁরা রক্ষা করতে পারেননি। প্রাথমিক তদন্তে দমকল ও পুলিশের ধারণা, বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৯১৯

কলকাতা,৪ নভেম্বর (হি. স.): রাত পোহালেই কালী পুজো। কিন্তু অপরদিকে প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে করোনা। ফের ৯০০ পারলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৯১৯ জন। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৯১৯ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৯৫,৪১৪। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,১৭৪। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৮৭৯। ফলত মোট করোনা জয়ীর সংখ্যা বেড়ে ১৫,৬৮,০৮৮। যার ফলে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.২৯ শতাংশ।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

শিশু স্বাস্থ্যে ঘরোয়া চিকিৎসা

সুস্থ বাচ্চার বারো বছর বয়স পর্যন্ত হয় শিশুকাল। এই কালটিকে আয়ুর্বেদে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন--- ১) ক্ষীরাদ ঃ জন্মের পর থেকে এক বছর পর্যন্ত সময়কে ক্ষীরাদ বলে। এই সময় শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে। ২) ক্ষীরান্নাদ ঃ এক বছরের পর দ্বিতীয় বছরের শেষ অবধি সময়কে বলা হয়। এই সময় মাতৃদগ্ধ এবং সামান্য হলেও ভাত শাক সব্জী মাছ, ডিম প্রভৃতি খায়। ৩) অন্নাদ ঃ দুবছরের পর, প্রায় ক্ষেত্রে শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্য খাবার খেয়ে থাকে। তবে এই আলোচনায় ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর কথাই বলা হবে।

শিশু জন্মের পরই নাভিচ্ছে হয়ে যায়। সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। নাভি পেকে গেলে সমস্যা। ঘরোয়া ব্যবস্থায় রক্তচন্দনের প্রলেপ বারবার দেওয়া যায়। ঘা হয়ে গেলে জাতি তৈল, জাতি ঘৃত বা বহরের ননি এই ওষুধগুলি লাগানো যাবে।

এক সময় শিশুকে সকালে তেল মাখিয়ে রোদে কিছুক্ষণ রাখার ব্যবস্থা ছিল। তারপর রৌদ্রে দেওয়া গরম জলে হলুদ ও দূর্বা দিয়ে স্নান হত। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরষের তেলের ব্যবহার প্রায় নিষিদ্ধ। নারকেল তেল কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়। নামী কোম্পানির লিক্যুইড প্যারাফিন মিশ্রিত সুগন্দি তেল ব্যবহারের সুদূর বিস্তৃত। সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে। সে বিষয়ে নজরে রাখা চিকিৎসকের এবং শিশুর পরিবারের লোকজনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

দুধ খাওয়ানোর পর শিশুর ঢেকুর তোলা--- এই বিধানটি না মানলে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। মা যেন সেটা লক্ষ রাখেন।

জন্মের সপ্তাহখানেকের মধ্যে বহু শিশু জন্ডিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই সময়টা সতর্ক থাকা ভালো। মুখের ভেতর জিভের ওপরে সাদা সাদা ছোপ ছোপ হয়ে শিশু কষ্ট পায়। সেই সময় মধুর সঙ্গে সামান্য টংকন ভস্ম মিশিয়ে সেটিকে গজে লাগিয়ে জিভটা বারবার মুছে দিন। বাচ্চা আরাম পাবে।

শিশুর মলদ্বার পরিষ্কার না রাখলে সেখানে একপ্রকার ঘা হয়। আয়ুর্বেদে একে অহিপূতন রোগ বলে। ঘরোয়া চিকিৎসা হল, ত্রিফলার বা খদির কাষ্ঠের ক্কাথ দিয়ে ঘা ধুইয়ে দিয়ে যজ্ঞডুমুর গাছের ঘন ক্কাথ তৈরি করে লাগিয়ে দেওয়া। আয়ুর্বেদে এই যোগটিকে বলা হয় --- উদূম্বর ঘনসার।

যজ্ঞডুমুর গাছের ছালও পাতা সিদ্ধ করে ছেঁকে সেই জলটিকে ধীরে ধীরে মৃদু আঁচে ঘন করে মিশিতে রেখে দিতে হয়। মুখের ঘা ও মাড়ির ক্ষতেও ব্যবহার করা যায়।

এই সময় যে কোনও শিশুর পাতলা পায়খানা, অল্পঢেকুর প্রভৃতি হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে মায়ের খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখতে হবে। মার শরীর খারাপ হলে শিশুরও হতে পারে। পুদিনার আরক ২/৩ ফোঁটা করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সামান্যতে শিশুর সর্দি-কাশি ঠান্ডাজনিত সমস্যা আসতে পারে। সামান্য গা গরম বা জ্বর জ্বর ভাব কখনও কখনও এরই সঙ্গে থাকে। এক্ষেত্রে তুলসী-মধু হল উৎকৃষ্ট যোগ। ১ ফোঁটা তুলসী পাতার রস ও ১ ফোঁটা মধু মিশিয়ে জিভে ২/৩ বারে লাগিয়ে দেওয়া। কখনও কখনও এরই সঙ্গে অতিসামান্য রসসিন্দুর বা মকরধ্বজ ব্যবহার করা যায়। তুলসীর অসাধারণ গুণ।

প্রত্যেকদিন ১ ফোঁটা তুলসীপাতার রস ১ ফোঁটা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। এর দ্বারা রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতাও বাড়ে। জ্বর জ্বর ভাব থাকলে বেলপাতা বা শিউলিপাতার রস ১ ফোঁটা মেশাতে পারেন। এটি ছোট্ট শিশুর জন্য। বাচ্চা একটু বড় হলে মাত্রা একটু বেশি হবে। এক বছর বয়স হলে ৫ ফোঁটা করে নেওয়া যাবে।

সন্তানের বছরখানে বয়স হলে কৃমির ওষুধ দেয়া যেতে পারে। সপ্তাহে একদিন করে একটা যোগ ব্যবহার করা যায়। যোগটি হল— বুড়িগোয়াপান পাতার রস ১০ ফোঁটা মধু ৪ ফোঁটার সঙ্গে মিশিয়ে সকালে খালিপেটে খাওয়ানো। আগেকার দিনে অনেকে আবার বুড়িগোয়াপান পাতা, আনারসের কচি পাতার সাদা অংশ ও কাঁচা হলুদ একসঙ্গে থেঁতো করে তারই রস ১০ ফোঁটা খেতে দিতেন মধুর সঙ্গে। আরও একটা প্রচলিত যোগ আছে--- কালমেঘের গাছ ও পাতা ভালোভাবে ধুয়ে কেটে শুকিয়ে জারে ভরে রাখতে হবে। সেই কুচানো গাছ ১০ গ্রাম আন্দাজ নিয়ে এককাপ গরম জলে রাতে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছেঁকে সেই জলটি ১ বা ২ চামচ সকালে শিশুকে খালিপেটে খাইয়ে দিলেই চলবে। এতে কৃমির উপদ্রব যেমন চলে যাবে, তেমনি লিভারটা ভালো থাকবে। এটা বড়রাও খেতে পারে। এতে হজম ক্ষমতাও বাড়ে। যোগটি শিশুদের নিয়ম করে সপ্তাহে একদিন খেলে হয়। তাহলে নিয়ম করে বছরে ২ বার কৃমির ওষুধ দিতে হবে না।

প্রেগন্যান্সির সময়ের অসুস্থতা

গর্ভাবস্থায় মায়ের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটায়। যার ফলে কয়েকটি সমস্যা হয়। এই সমস্যাগুলিকে জটিল সমস্যা ও সাধারণ সমস্যা, এই দুভাগে ভাগ করা হয়।

জটিল সমস্যা ঃ

উচ্চরক্তচাপ— প্রেগন্যান্সির প্রথম তিন মাসে রক্তচাপ সাধারণত কমে যায়। তার পরে আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করে। তবে প্রেগন্যান্সির আগে থেকেই যাঁরা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের গর্ভাবস্থায় রক্তচাপ বাড়ার আশঙ্কা অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে। এই সময় নিয়মিত প্রেসার মাপতে হয়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ওষুধ খেতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক ওষুধ খাওয়ারও পরামর্শ দেন। চিকিৎসেকরা। নন প্রেগন্যান্ট অবস্থায় প্রেসার নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব ওষুধ দেওয়া হয় তা এই সময় খেতে নিষেধ করা হয়। এইসব ওষুধ খেলে গর্ভস্থ সন্তানের কিডনি খারাপ হয়ে যাবে। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ভাবী মায়েদের একটা বা দুটি সাধারণ প্রেসারের ওষুধ দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না।

ডায়াবেটিস ঃ অনেক সময় ভাবী মায়েদের ডায়াবেটিস ধরা পড়ে। এই বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিসকে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস বলা হয়। এইসব ক্ষেত্রে শরীরে সুগারের মাত্রা সামান্য বাড়লেই চিকিৎসা শুরু করতে হয়। অন্যথায় বাচ্চার শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একবার ডেলিভারি হয়ে গেলে আপনা থেকেই রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হতে শুরু করে। তবে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস যাদের হয় তাদের পরবর্তীকালে টাইপ-২ ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

প্রেগন্যান্সি জন্ডিস ঃ লক্ষণ ও চরিত্রগত দিক থেকে এই জন্ডিস সাধারণ জন্ডিসের থেকে একেবারেই আলাদা। এই সমস্যায় একদম প্রাথমিক অবস্থাতেই চিকিৎসা শুরু করতে হয়। না হলে গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। তবে, বাচ্চার জন্ম হয়ে গেলে আপনা থেকেই সমস্যা কমতে শুরু করে। একবার যাদের প্রেগন্যান্সি জন্ডিস হয় তাদের দ্বিতীয় প্রেগন্যান্সিতেও এই ধরনের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পা ফোলা ঃ গর্ভাবস্থায় পায়ে রক্ত চলাচল ঠিক মতো হয় না। যে কারণে পা ফুলতে শুরু করে। সেই কারণেই প্রেগন্যান্সির সময় চিৎ হয়ে শোওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। মাথার পিছনে অনেকগুলি বালিশ দিয়ে শুলেও এই ধরনের সমস্যা থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। তবে, পা ফোলার মতো লক্ষণের বহিপ্রকাশ ঘটলে দেখে নিতে হবে ভাবী মায়েদের উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড ও রক্তাল্পতার মতো সমস্যা আছে কিনা।

দাঁত বা মাড়ি থেকে রক্ত পড়া ও পাইলসের সমস্যা ঃ গর্ভাবস্থায় শরীরে প্রোজেস্টেরন হরমোনের মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। যা শিরা-উপশিরাগুলিকে পাতলা করে দেয়। যে কারণে দাঁত বা মাড়ি থেকে রক্ত পড়া ও পাইসলের মতো সমস্যা হয়ে থাকে। তবে হ এমন সমস্যা হলে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে ভাবী মায়ের উচ্চ রক্তচাপ ও রক্ত জমাট বাঁধতে না পারার মতো কোনও সমস্যা আছে কিনা। পারার মতো কোনও সমস্যা আছে কিনা।

নাভির নিচে, তলপেটে ব্যথা বা টান ঃ অনেকগুলি কারণে এই সমস্যা হতে পারে। যেমন--- কনস্টিপেশন --- প্রেগন্যান্সির সময় কনস্টিপশনের কারণে অনেকের তলপেটে ব্যথা হয়। ঠিক মতো চিকিৎসা না হলে এই সমস্যার কারণে প্রেগন্যান্সির প্রথম দিকে মিসক্যারেজ এবং ডেলিভারির আগে ফলস লেবার পেন হওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। সেই কারণেই গর্ভবতী মহিলাদের প্রতিদিন বাওয়েল ক্লিয়ার রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ইরিটেবল বাওয়েল সমস্যা --- প্রেগন্যান্সির সময়কার আরও একটি কমন সমস্যা হল ইরিটেবরল বাওয়েল সিনড্রোম। এই সমস্যায় খিদে কমে যাওয়া, পেট ভার লাগা, বার বার পায়খানা চাপার মতো লক্ষণের বহিপ্রকাশ ঘটে। ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমের সমস্যায় সাধারণত কোনও ওষুধ দেওয়া হয় না। তবে প্রয়োজনে গাইনকোলজিস্টের পরামর্শ মতো ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

সিমফিজিয়াল পিউবিক ডিসফ্যাকশন (এসপিডি) --- সাধারণত প্রেগন্যান্সির শেষের দিকে এই সমস্যা হয়। এতে তলপেটে বা নাভির চারিদিকে, থাইয়ে ও কোমরেও অসম্ভব ব্যথা হয়। মূলত পেলভিসের বিভিন্ন জয়েন্ট ও লিগামেন্টগুলি আলগা হয়ে যাওয়ার কারণেই এই ব্যথা হয়। বাচ্চার জন্মের পর আস্তে আস্তে ব্যথা কমতে শুরু করে। সাধারণত এই ধরনের সমস্যায় কোনও ওষুধ দেওয়া হয় না। প্রয়োজনে প্যারিসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে পর্যাপ্ত বিশ্রাম করতে হবে।

বার বার প্রস্রাবের বেগ --- গর্ভাবস্থায় পেটের ওজন খুব বেড়ে যায়। এই অতিরিক্ত ওজন প্রস্রাবের থলির উপর চাপ সৃষ্টি করার কারণেই এমন সমস্যা হয়। তবে এইসব ক্ষেত্রে একদম প্রাথমিক অবস্থাতেই দেখে নিতে হবে ইউরিন ইনফেকশনের কারণে বার বার প্রস্রাব পাচ্ছে কিনা।

ইউরিন ইনফেকশন--- প্রেগন্যান্সির সময় ইউরিন ইনফেকশন হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়। এই ধরনের ইনফেকশন থেকে পাইলোনেফ্রাইটিস, পেটে যন্ত্রণা, আরলি লেবার এমনকী মিসক্যারেজ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। সেই কারণেই প্রেগন্যান্সির সময় নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ইউরিন টেস্ট করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

সাধারণ সমস্যা ঃ

চুলকানি --- প্রেগন্যান্সির সময়কার সাধারণ সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হল চুলকানি। তবে এমন সমস্যা হলে প্রথমেই দেখে নিতে হবে লিভারের কোনও রোগের কারণে এমনটা হচ্ছে কিনা। যদি দেখা যায় লিভার ফাংশন স্বাভাবিক রয়েছে তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই।

ঘুম না হওয়া--- নানা কারণে প্রেগন্যান্সির সময় ঘুম কমে যায়। তবে এই নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই। একবার সন্তানের জন্ম হয়ে গেলে ধীরে ধীরে এই সব সমস্যাও কমতে শুরু করে। মনে রাখতে হবে, ঘুম কম হলে কখনই ঘুমের ওষুধ খাওয়া চলবে না। এইসব ওষুধ বাচ্চার শরীরে বিরূপে প্রভাব ফেলে।

ডিহাইড্রেশন --- এ সময় অনেকেরই ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে কোনও ওষুধ না খেয়ে বেশি পরিমাণে জল খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রয়োজনে নুন-চিনির জলও খাওয়া যেতে পারে। এই সমস্যায় পায়ের পেশিতে ব্যথা, স্ত্র্যাম্প, মাথার যন্ত্রণা হয়।

কোমরে ব্যথা বা ব্যাকপেন— এ সময় পেটের ওজন পাঁচ কিলোম থেকে পনেরো কিলো পর্যন্ত বেড়ে যায়। ফলে দাঁড়াকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। যে কারণে ভাবী মায়েদের মাঝে মাঝেই অত্যধিক ব্যাকপেন বা শিরদাঁড়ায় ব্যথা হয়।

আগে কোনও জটিল রোগ থাকলে?

ডায়াবেটিস — আগে ডায়াবেটিস থাকলে প্রেগন্যান্সির সময় রক্তে সুগারের মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ওজনের বাচ্চা হওয়া, প্রেগন্যান্সি জলের বা লাইকার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, কম ওজনের বাচ্চা হওয়া, বাচ্চার হার্টের ভালবে ফুটো সহ স্পাইনাল কর্ডের গঠনগত সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেই কারণেই এক্ষেত্রে প্রথমে মায়ের সুগার নিয়ন্ত্রণ আনা হয়। তারপর প্রেগন্যান্সি পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দীর্ঘ চুলের জন্য

মনে মনে ভাবি এ যুগে এও কি সম্ভব? যে বউ বা মেয়েটির ছবি রয়েছে, তাদের তো সত্যিকারের চুল বলেই মনে হয়। মনের কোণে হয়তো লুকিয়ে রয়েছে। এইরকমই কোনও ইচ্ছা। অন্তত পিঠ অবধি লম্বা সুন্দর চুল! এই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। চুল পড়া বা সময়ের অভাবের জন্য আজকাল অনেকেই চুল ছোট করে ফেলেছেন। কিন্তু কেউ যদি যত্ন করেন নিজের চুলের প্রতি, তবে তিনিও হতে পারেন এই লম্বা চুলের অধিকারিণী। এর জন্য অবশ্য হেয়ার গ্রোথ ট্রিটমেন্ট করা প্রয়োজন।

চুল পড়া কিছু ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে খুবই দুশ্চিন্তার। এখন প্রথমে জেনে নিন, কী করলে চুল স্বাস্থ্যেজ্জ্বল ও সুন্দর থাকবে। চুলকে ভালো রাখার জন্য তিনটি নিয়ম মেনে চলুন। প্রথমত, হেলদি ডায়েট খুবই প্রয়োজন। খাদ্যতালিকায় যেন অবশ্যই প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এবং অল্প পরিমাণ ফ্যাটও থাকে। দ্বিতীয়ত, রেগুলার এক্সারসাইজ অবশ্যই প্রয়োজন। তবে ২০ মিনিটের অ্যারোবিক্স সবচেয়ে উপকারী। সবশেষে প্রয়োজন হল বিউটি স্লিপ-এর। শুধু মুখের জন্য বা চোখের তলার কালির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নয়, ভালো চুলের জন্যও ঘুম প্রয়োজন। ভালো ঘুম না হলে চুলও রুক্ষ হয়ে যায়।

এরপর আসছে ঠিক মতো শ্যাম্পুর ব্যবহার। চুল দুরকমের হতে পারে, ড্রাই চুল বা অয়েলি চুল। চুল ড্রাই না অয়েলি বুঝে নিয়ে তার জন্য যথাযথ শ্যাম্পু এবং সেইরকম কন্ডিশনার দরকার। চুলের যত্ন করলে যাঁদের চুল ঠিকভাবে বেড়ে উঠছে তাঁদের চুল সুন্দরও ঝলমলে থাকবে। এখন প্রশ্ন হল, যাঁদের চুল অত্যন্ত ক্ষতিকর বা রীতিমতো গোছা গোছা চুল পড়ছে যাঁদের, তাঁদের ক্ষেত্রে কিন্তু চুল পড়ার কিছু কারণ আছে। আমাদের চুলের সংখ্যা হল ২ লাখ থেকে ২ লাখ কুড়ি হাজার। রোজ অন্তত ৫০ থেকে ১০০ টা চুল পড়লে নর্মাল। দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

সমস্যা হল এর থেকে বেশি চুল পড়লে। কী কী কারণে আমাদের চুল পড়ে তা একবার জেনে নেওয়া ভালো।

গরমকালে, বর্ষাকালে বা সিজন চেঞ্জের সময় চুল পড়বে। এই নিয়ে চিন্তা করার কোনও কারণ নেই।

প্রেগন্যান্সির সময় চুল পড়ে যায়। থাইরয়েড, বা অন্যান্য হরমোনের সমস্যা থাকলেও চুল পড়তে পারে।কন্ট্রাসেপটিভ পিল খেলেও চুল পড়ে। হরমোন ট্রিটমেন্ট যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবেও চুল পড়তে পারে।বাচ্চা হওয়ার পর তিন মাস পর্যন্ত চুল পড়া স্বাভাবিক। টেনশন, স্ট্রেস থেকেও চুল পড়তে পারে।কিছু অসুখ যেমন টাইফয়েড, টিবি, ক্যানসারের চিকিৎসায় চুল পড়তে থাকে।অ্যান্টিবায়োটিক কিছু ড্রাগস-এর ফলে চুল পড়তে পারে। অটো ইমিউন ডিজিজ থাকলে চুল পড়ে। এরা সাধারণত রোগ প্রতিরোধ কোষকেও মেরে ফেলে। তার ফলে চুলের সমস্যা বেড়ে যায়।

খুশকি হলে চুল পড়তে পারে।

এতগুলি কারণ ছাড়া যদি চুল পড়ে তবে তা নিশ্চিয় দুশ্চিন্তার। তার জন্য আপনি হেয়ার গ্রোথ ট্রিটমেন্ট করিয়ে নিতে পারেন। চুল পড়া তো বন্ধ হবেই, তাছাড়াও হেয়ার গ্রোথ হবে। নতুন চুলের জন্ম হবে। চুলেই হল মেয়েদের সৌন্দর্য। তাকে ঠিকভাবে রাখা এবং চুল যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা কিন্তু নিজেকেই করতে হবে। হেয়ার গ্রোথ ট্রিটমেন্ট হল এই পদ্ধতি— যাতে চুল পড়া বন্ধ করতে পারবেন।

আমাদের চুলের দুটি অংশ থাকে, ১) হেয়ার শ্যাফ ২) স্কিন রুট। স্কিন রুটে থাকে 'হেয়ার বাল্ব', চুলের শেষ অংশে সাদা মতো অংশ যা চুল বাড়ার জন্য দায়ী। যেসব চুলের গোড়ায় এই বাল্বটি রয়েছে সেটি পড়লেই দুশ্চিন্তা। কারণ সেখান থেকে আবার চুল হবে না। কিন্তু যে চুল পড়ছে তাতে হেয়ার বাল্ব না থাকলে চিন্তা করার কারণ নেই। সেখানে আবার চুল গজাবে। চুলের গ্রোথ হওয়ার বা বৃদ্ধির জন্য তিনটি পর্যায় আছে--- অ্যানাজেন--- এটি হল গ্রোথ ফেজ, যখন চুল বাড়ছে।

ক্যাটাজেন— একুট বেড়ে থেমে যায়। আবার সেই চুল বাড়বে।

বর্তমানে বিশ্রামরত অবস্থায় আছে।

টেলোজেন— যে চুলগুলির বৃদ্ধি একেবারে থেমে যায়। এদের রুট বাল্ব নেই। সকলের চুলের ক্ষেত্রেই মোটামুটি এই তিনটি পর্যায় থাকে। এবার জেনে নিন, কীভাবে হেয়ার গ্রোথ ট্রিটমেন্ট করা হয় প্রথমেই চুলের উপকারী শ্যাম্পু, অর্থাৎ যাঁদের ড্রাই হেয়ার তাঁদের কন্ডিশনারযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে।

যে কারণে কপালে ব্রণ হয়

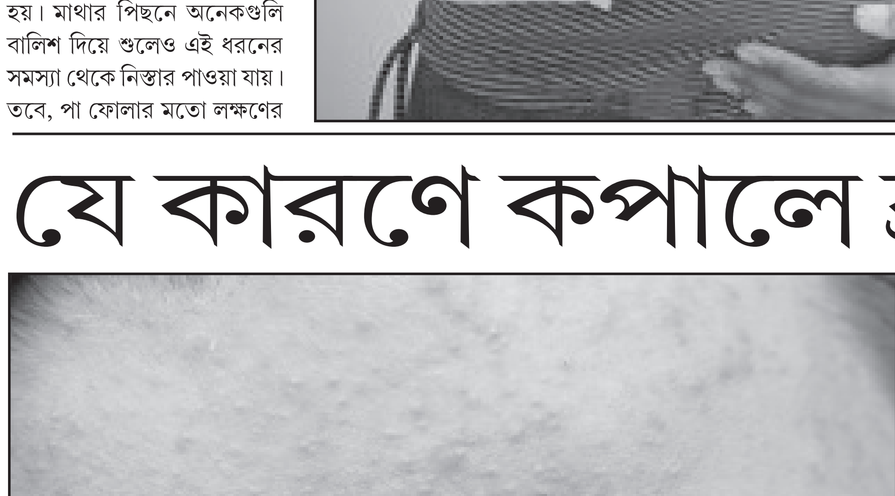

কপাল খারাপ হলে নয়, বিভিন্ন কারণে কপালে ব্রণ হয়।

আর কপালের ফের যাই হোক, ব্রণ নিরাময় করাও যায়। ত্বকে জমে থাকা ময়লা, তেল ও ব্যবহৃত প্রসাধনীর অংশ বিশেষ থেকেব্রণ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়া মানসিক চাপ, হরমোনের সমস্যা, বয়ঃসন্ধীর সময় কিংবা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকেও ব্রণ হতে পারে। ব্রণ কমাতে ত্বক পরিষ্কার রাখার কোনো বিকল্প নেই। ফেমিনা ডট ইন'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ব্রণ কমাতে উপকারী কিছু পন্থা সম্পর্কে জানান হল। মুখ পরিষ্কার রাখা: মুখ পরিষ্কার করতে ভালো মতো ত্বকে উপযোগী ফেইস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এতে ত্বকের ময়লা, তেল ও অন্যান্য প্রসাধনী দূর করতে সহায়তা করে। নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার: মুখ পরিষ্কার করার পরে ত্বকে আলতোভাবে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। লোমকূপ আবদ্ধ হওয়া এড়াতে তেল বিহীন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা উপকারী। ত্বক পরিচর্যার ধাপ নিয়মিত মেনে চলা: ত্বকের ধরন বুঝে ফেইস ওয়াশ, টোনার, ময়েশ্চারাইজার, সানস্ক্রিন ও সিরাম এবং এসেনশল তেলে ব্যবহার করতে হবে। এই ধাপগুলো ত্বকের ময়লা, ব্যাক্টেরিয়া দূর করতে ও ব্রণ এবং দাগ ছোপ কমাতে সহায়তা করে। ওষুধ ব্যবহার: ব্রণরোধী উপাদান যেমন- স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, রেটিনল, বেনজয়েল পারঅক্সাইড বা রেসরসিনল সমৃদ্ধ অয়েনমেন্ট বা মলম ব্যবহার করা ভালো। ত্বকে খুব বেশি ব্রণের সম থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো কিছু ব্যবহার করা ঠিক নয়। এমন সমস্যায় সবচেয়ে ভালো কাজে দেয় ঘরোয়া প্রতিকারসমূহ। এগুলো সহজলভ্য, সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ। ঘরোয়া উপাদানের মধ্যে অ্যালো ভেরার জেল, গ্রিন টির ব্যাগ ও টি ট্রি তেল বেশ কার্যকর। খাদ্যাভ্যাস: মুখে ব্রণ হওয়া ও খাদ্যাভ্যাসের মধ্য সম্পর্ক রয়েছে। কিছু খাবার যেমন- দুধের তৈরি খাবার, কার্বোহাইড্রেট, কড়া ভাজা খাবার, মোড়কজাত খাবার, পরিশোধিত শস্য ও চিনি এবং তৈলাক্ত খাবার ইত্যাদি ব্রণ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া অধিকাংশ মানুষেরই ব্রণের সমস্যা সাময়িক এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ভালো হয়ে যায়। তবে যদি ব্রণের মাত্রা গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার। ছবি ঃ নিজস্ব

শেষ পর্যন্ত বাজি সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশই চূড়ান্ত

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : দিপাবলীতে বাজি ফাটানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পরে সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্টের সেই নির্দেশ খারিজ হয়ে যায়। এবার হাইকোর্টে শীর্ষ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, কালি পুজো বা দিপাবলীতে কেবলমাত্র পরিবেশ বান্ধব বাজিই ফাটানো যাবে। ২ ঘন্টার জন্য মিলবে বাজি ফাটানোর অনুমতি।নির্দেশ মানা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে হাই কোর্টে রিপোর্ট জমা দেবে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, কালি পুজো বা দিপাবলীতে কেবলমাত্র পরিবেশ বান্ধব বাজিই ফাটানো যাবে। ২ ঘন্টার জন্য মিলবে বাজি ফাটানোর অনুমতি। বাজি ফাটানো যাবে রাত ৮ টা থেকে ১০ টা।সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর বেআইনি বাজি বন্ধের আর্জি নিয়ে বুধবার ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মামলাকারীরা। পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ সেফটি অর্গানাইজেশন বা 'পেসো' দ্বারা স্বীকৃত বাজি ছাড়া বাজি বিক্রি করা যাবে না, সেই সঙ্গে হাসপাতালের কাছে বা লোকালয়ের কাছে বাজি ফাটানো যাবে না। এই আর্জি নিয়েই এ দিন ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মামলাকারী। বিচারপতি রাজশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হয়। হাইকোর্টের তরফে এ দিন মামলাকারীকে প্রশ্ন করা হয়, 'আর মাত্র একদিন পরেই কালীপূজা। আশা করেন আজ বললেই রাজ্য নির্দেশ কার্যকরী করতে পারবে?' সুপ্রিম কোর্ট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ও পরিবেশ উভয়ের ভারসাম্য রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করে অবকাশকালীন বেঞ্চ। ফলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর নতুন কোনও নির্দেশ দেওয়া হবে না বলেই জানিয়েছে অবকাশকালীন বেঞ্চ। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেলারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানান, অধিকাংশ মানুষ নিজেদের বাড়িতেই বাজি ফাটান। বহুতলের জন্য আলাদা আইন আছে। দুঘন্টা বাজির জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। দুষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের আইনজীবী নয়ন বিহানি জানান, একিউআই লেভেল যদি ঠিক থাকে তাহলে পরিবেশ বান্ধব বাজি ফাটানো যাবে, এমনটাই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। সেখানে সময় নির্দিষ্ট করার কথাও বলা আছে। বাজি ব্যবসায়ীদের আইনজীবী শ্রীজিব চক্রবর্তী এ দিন বলেন, 'মামলাকারী রশ্মি আলি আদতে নিজের স্বার্থে মামলা করেছেন।' স্যোশাল মিডিয়ায় তিনি সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করেছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।গত ১ নভেম্বর, সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের তরফে বলা হয়, পরিবেশ বান্ধব বাজি ব্যবহার হোক। বাতাসের একিউআই লেভেল বা বাতাসের মান যেখানে খারাপ, সেখানে পরিবেশ বান্ধব বাজি ফাটানো যাবে না। তার জন্য পুলিশকে সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বাজি একেবারে নিষিদ্ধ করা যাবে না বলেই নির্দেশ আদালতের। ফলে আপাতত পরিবেশ বান্ধব বাজি কেনা বা বিক্রির ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অনিরুদ্ধ রায়ের অবকাশকালীন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ ছিল, সবুজ বাজি বা গ্রিন ক্র্যাকার্স কোনও রকম ক্ষতি করে না, এমন প্রমাণ মেলেনি। সবুজ বাজি পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়। তাই অতিমারিকে মাথায় রেখে এবং এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের কথা ভেবে এবার পুজোয় সবরকমের বাজিই নিষিদ্ধ করা হয়। এরপরই হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল আতসবাজি উন্নয়ন সমিতি।

ধারাবাহিকে বন্ধের পথে কূটকচালি, খলনায়িকা মন থেকে মানতে নারাজ কলাকুশলীরা

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ঘোষণা, ছোট পর্দায় ধারাবাহিকে আর কূটকচালি, খলনায়িকা চরিত্র দেখানো হবে না। এতে অনেকটাই অখুশি কলাকুশলীরা।

কেন্দ্রের যুক্তি, ধারাবাহিকের বিভিন্ন দৃশ্যে নারী এবং সমাজের কাছে নেতিবাচক বার্তা যাচ্ছে। যা একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মোটেই কাম্য নয়। সেই অনুযায়ী, ১৯৯৪ সালের কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক আইনে বদল আসতে চলেছে। এই মর্মে নোটিশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডার সেক্রেটারি সোনিকা খট্টর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের এই ভাবনা বহু আগেই শোনা গিয়েছিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়। তিনি এক ভাষণে প্রশ্ন তুলেছিলেন, "এক জনের কেন তিন জন বৌ থাকবে? এত কূটকচালিরই বা কী দরকার? এ যেন কৈকেয়ী-মন্থরার যুগ! যাঁরা জানেন না, তাঁরাও ধারাবাহিক দেখে অনেক কিছু জেনে বা শিখে যাচ্ছেন।"

অথচ এই মোচড়গুলোই ধারাবাহিকের প্রাণভোমরা। যেমন, 'শ্রীময়ী' ধারাবাহিকে 'জুন আন্টি'র কীর্তির অনুরাগী বহু জন! তাঁরা যেমন রোহিত সেন ওরফে টোটা রায়চৌধুরীকেও চান, তেমনই ঊষসী চক্রবর্তী ওরফে জুনকে বেশি দিন না দেখতে পেলে ফ্যানপেজে হাঁকডাক শুরু করেন। এই ধারাবাহিকেই সদ্য বিবাহিতা ছোট বউ দিথির সঙ্গে তাঁর বড় জা-র সম্পর্কের নানা দৃশ্য বুঁদ হয়ে দেখছেন দর্শকরা। প্রতি সন্ধ্যায় 'শ্রীময়ী'-র পর হয় 'খড়কুটো'। এতেও দুই প্রধান চরিত্র গুনগুন বনাম তিন্নিদিদি। এপিসোডের পর এপিসোড বেড়ে চলে এই জটিল রসায়ন নিয়ে। এর পরের আধঘন্টা ছোট পর্দা জুড়ে থাকে 'ধুলোকনা'। সেখানে লালনকে নিয়ে টানাপড়েন ফুলঝুড়ি আর চড়ুইয়ের।

প্রতি সপ্তাহে রেটিং চার্টে নম্বর বাড়ে এ সব দেখিয়েই। চিত্রনাট্যের মোচড় হিসেবে বৌমার সঙ্গে ননদিনী শত্রুতা না করলে দর্শক কি দেখবেন ধারাবাহিক? ছোট পর্দা থেকে কি বাদ যাবে ''নুন-মশলা-পাঁচফোড়ন''? স্নেহাশিস চক্রবর্তীর 'সর্বজয়া' ধারাবাহিকে জাঁদরেল ননদিনীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন স্বাগতা মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, "উপন্যাস, ছবি, ধারাবাহিক সমাজের অবক্ষয়ের কারণ হবে কী করে! বরং সমাজের আয়না এরা। সমাজে যা যা ঘটছে তাই সাধারণের কাছে পৌঁছচ্ছে এর মাধ্যমে।" অভিনেত্রীর প্রশ্ন, সমাজেই অগুন্তি খল চরিত্র। আইন করে তাদের কোনও ভাবে মুছে ফেলা যাবে? তা হলে ছোট পর্দার খলনায়িকারা কী দোষ করল!

প্রায় একই সুর শোনা গেল ব্লুজ প্রযোজনা সংস্থার কর্ণধার-পরিচালক স্নেহাশিস চক্রবর্তীর কথাতেও। তিনি জানালেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সবার মধ্যেই কিছু ইতিবাচক আর কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকে। নেতিবাচক দিককে অস্বীকার করে শুধুই ইতিবাচক দিক দেখালে জীবনের চরম সত্যকে অস্বীকার করা হবে। তাঁর দাবি, এতে ধারাবাহিকের গল্পও আকর্ষণ হারাবে। পুরোটাই হয়ে উঠবে অবাস্তব।

'জীবন সাথী' ধারাবাহিকে সালঙ্কারা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন ইন্দ্রাণী দত্ত। ধারাবাহিকের শুরুতে তাঁর চরিত্রে যথেষ্ট নেতিবাচক স্তর ছিল। সময়ের সঙ্গে বদলেছেন তিনিও। এখন চরিত্রটি সম্পূর্ণ ইতিবাচক। তাঁর স্পষ্ট কথা, "এখনও সমাজে মেয়েরাই শত্রুতা করে। পরনিন্দা পরচর্চা করে। কূটকচালিও করে। সেগুলিই উঠে আসে ধারাবাহিকে।" প্রশ্ন রাখেন, তা হলে ভুল কী দেখানো হচ্ছে? কেন বদলানো হবে কাহিনির ধারা?

এদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের উপরে কোনও কথা বলতে নারাজ অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, কেন্দ্র থেকে আইন হলে তা সবাই মানতে বাধ্য। পাশাপাশি এও বলেছেন, অভিনেতারা ধারাবাহিকের কাহিনি নির্মাণের সঙ্গে কোনও ভাবেই যুক্ত নন। এই দায়িত্বে রয়েছেন গল্পকার বা লেখক। তাই তাঁরা বিষয়টি আরও ভাল বলতে পারবেন। "শুধুই ভাল দিক দেখিয়ে যদি কোনও ধারাবাহিক তৈরি সম্ভব হয়। সেটি যদি সবার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তা হলে সে ভাবেই দেখানো বাঞ্ছনীয়", বলেছেন ছোট পর্দার 'পটকা'।

বিশিষ্ট আইনজীবী, আইএমডিটি, অসম চুক্তির রূপকার তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল মুহিব মজুমদারের প্রয়াণে শোক ব্যক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের

হাইলাকান্দি (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী তথা 'ইল্লিগ্যাল মাইগ্র্যান্টস (ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইব্যুনালস) আইন' সংক্ষেপে আইএমডিটি আইন এবং অসম চুক্তির রূপকার তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল মুহিব মজুমদারের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা রাজ্য।

আজ বুধবার সকালে আবদুল মুহিব মজুমদারের মৃত্যু সংবাদ তাঁর গৃহজেলা সদর হাইলাকান্দিতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। মূলত হাইলাকান্দি শহরের বাসিন্দা হলেও দীর্ঘ বছর ধরে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন গুয়াহাটিতে। রাজ্যের প্রখ্যাত আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, মন্ত্রী আবদুল মুহিব মজুমদারের প্রয়াণে শাসক দল বিজেপি, অগপ, প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, সিপিএম প্রভৃতি দলের নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রয়াণে মর্মাহত। বিশিষ্ট আইনজীবী, প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল মুহিব মজুমদারের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে তাঁর পরিবার ও অনুগামীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি এবং মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এদিকে বিজেপি-র হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য ও সাধারণ সম্পাদক স্বপন পাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আবদুল মুহিব মজুমদারের মৃত্যুতে হাইলাকান্দি জেলা একজন সত্যিকার অর্থে অভিভাবক হারিয়েছে। একজন আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ ছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রে ছিল তাঁর যথেষ্ট অবদান। বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন স্বপার্ষদ সভাপতি।

কংগ্রেস দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জয়নাল উদ্দিন লস্কর, সাংগঠনিক সম্পাদক সামস উদ্দিন বড়লস্কর দলের প্রবীণ নেতা, আইনজীবী, মন্ত্রী আবদুল মুহিব মজুমদারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সামস উদ্দিন বড়লস্কর বলেছেন, আগামী দুই-একদিনের মধ্যে হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এক শোকসভার আয়োজন করা হবে।

সিপিএম নেতা অধীর নাথ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, বিশিষ্ট আইনজীবী আবদুল মুহিব মজুমদারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁর মৃত্যুতে হাইলিকান্দি জেলা সহ গোটা রাজ্য একজন অভিভাবক ও রাজনীতিবিদ হারাল।

হাইলাকান্দি জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে হাইলাকান্দির তিনবারের বিধায়ক, মন্ত্রী তথা প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুল মুহিব মজুমদারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। আজ দুপুরে ডিএসএ কার্যালয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায়ের উপস্থিতিতে এক শোকসভার আয়োজন করে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা, মন্ত্রী, আইএমডিটি আইন প্রণেতা, বিশিষ্ট আইনজীবী আবদুল মুহিব মজুমদারের প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন কংগ্রেস নেতা সামস উদ্দিন বড়লস্কর, ডিএসএ সচিব শৈবাল সেনগুপ্ত, গৌতম রায় সহ আরও অনেকে।

এদিকে, রাজ্যসভার সদস্য প্রাক্তন এপিসিসি সভাপতি রিপুন বরা, এপিসিসি-র প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক অপূর্বকুমার ভট্টাচার্য এক শোকবার্তায় আবদুল মুহিব মজুমদারকে কংগ্রেস দলের অভিভাবক আখ্যা দিয়ে তাঁর মৃত্যুতে দল গভীর ভাবে মর্মাহত বলে জানান। রাজ্য একজন আইনজীবী, রাজনীবিদ হারিয়েছে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন সাংসদ রিপুন বরা ও অপূর্ব ভট্টাচার্য।

ভারতের ৬টি রাইডিং হর্স (ঘোড়া) আমদানি করেছে বাংলাদেশ পুলিশ

মনির হোসেন,ঢাকা,০৩ নভেম্বর।। বাংলাদেশের বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে উন্নত মানের ৬টি রাইডিং হর্স (ঘোড়া) আমদানি করেছে বাংলাদেশ পুলিশ।

বুধবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় পেট্রাপোল বন্দর থেকে ভারতীয় হর্স অ্যাম্বুলেন্স ট্রাকে করে এ ঘোড়া ৬টি বেনাপোল বন্দরে এসে পৌঁছায়। বাংলাদেশ পুলিশের নামে এ ঘোড়াগুলো কেনা হয়েছে। সাপ্লাইকারী হিসেবে ঘোড়াগুলো পৌঁছানোর দায়িত্ব পেয়েছে ঢাকার মহাসিন ব্রাদার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান।

ভারতের বারাসাত এলাকার বিধাতা সাপ্লাইয়ারস নামে একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান থেকে ঘোড়াগুলো কেনা হয়েছে। আর এ ঘোড়াগুলো ছাড় করতে বেনাপোল কাস্টম হাউজে মেসার্স মাধ্যম নামে একটি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেছে। ঘোড়াগুলোর আমদানি মূল্য ৬২ হাজার ৪০০ মার্কিন ডলার। রাতের মধ্যেই ঘোড়াগুলো খালাশ নেওয়া হবে এবং বেনাপোল বন্দর ছেড়ে ঘোড়াগুলো বৃহস্পতিবার (৪ নভেম্বর) সকাল নাগাদ ঢাকা রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পৌঁছাবে।

সাপ্লাইকারী মহাসিন ব্রাদার্স প্রতিনিধি জানান, ভারতের রাজস্থান থেকে ১২টি রাইডিং হর্স (ঘোড়া) কিনেছে বাংলাদেশ পুলিশ। যার প্রথম চালানে ৬টি রাইডিং হর্স ঘোড়া বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে এবং বাকি ঘোড়াগুলো কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে আনা হবে।

বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন খান জানান, সন্ধ্যায় ঘোড়াগুলো বেনাপোল বন্দরে আসার পরে দ্রুত ছাড় করানোর জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়েছে এবং ঘোড়াগুলো রাতের মধ্যেই বেনাপোল বন্দর থেকে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জের সুতারকান্দি সীমান্তে বাংলাদেশের বিজিবি-র হাতে মিষ্টি বিতরণ বিএসএফ-এর

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ নভেম্বর (হি.স.) : বিগত বছরগুলির মতো এবারও দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে সম্প্রীতির প্রতীক হিসাবে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-র হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিয়েছে ভারতের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বিএসএফ।

প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে করিমগঞ্জের সুতারকান্দি সীমান্তের জিরো পয়েন্টে আজ বুধবার বিএসএফ-এর ৭ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং বাংলাদেশের বিজিবি-র মধ্যে দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে মিষ্টি আদান-প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের অকথ্য নির্যাতনের ফলে উভয় দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে এক উত্তেজনাময় পরিবেশের বাতাবরণ বিরাজ করছে। ওপারে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের ফলে এ দেশের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো প্রতিদিনই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে চলছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জানমালের পূর্ণ সুরক্ষা প্রদানের জন্য সে দেশের শেখ হাসিনা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা সহ আমদানি-রফতানি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে এ বিষয়ে প্রায় প্রতিদিন স্মারকপত্র প্রেরণ করছেন দেশের বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন।

এমন এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ভারত সরকার যে কতটুকু আন্তরিক, দীপাবলী উৎসব উপলক্ষ্যে বিজিবির হাতে প্রতি বছরের মতো এবারও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিয়ে সংহতির নিদর্শন সমগ্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করছে ভারত। দুই দেশের জাতীয় উৎসবে উভয় দেশের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী একে অপরের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করার পরম্পরা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতেও এই পরম্পরার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক অধিক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষ্যে বিজিবি-র হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছে ভারতের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বিএসএফ।

রখ্যাত আইনজীবী, প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল মুহিব মজুমদারের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, অগপ, কংগ্রেসের নেতা সহ বহুজনের

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : প্রখ্যাত আইনজীবী তথা 'ইল্লিগ্যাল মাইগ্র্যান্টস (ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইব্যুনালস) আইন' সংক্ষেপে আইএমডিটি আইন এবং অসম চুক্তির রূপকার তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল মুহিব মজুমদারের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে প্রয়াতের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি, মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অগপ সভাপতি অতুল বরা, অসম কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেনকুমার বরা, রাজ্যসভার সদস্য রিপুন বরা সহ বহুজন।

এক শোকবার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুল মুহিব মুজুমদারের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর মতো একজন পরিশ্রমী, নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির মৃত্যু সমাজের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। প্রয়াত মজুমদারের বিদেহী আত্মার চিরশান্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন রাজ্যপাল।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা পৃথক এক শোকবার্তায় বলেছেন, প্রয়াত আবদুল মুহিব মজুমদারের মৃত্যুসংবাদে তিনি গভীরভাবে শোকাহত। প্রয়াত মজুমদার তাঁর জীবদ্দশায় একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যের সামাজিক জীবন তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন। তাঁর এই অবদান রাজ্যবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন। প্রাক্তন মন্ত্রী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তথা আইনজীবীর প্রয়াণে রাজ্যের সমাজজীবনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনিও প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

এছাড়া, রাজ্যসভার সদস্য অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রিপুন বরা, এপিসিসি-র প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক অপূর্বকুমার ভট্টাচার্য পৃথক পৃথক শোকবার্তায় আবদুল মুহিব মজুমদারকে কংগ্রেস দলের অভিভাবক আখ্যা দিয়ে তাঁর মৃত্যুতে দল গভীর ভাবে মর্মাহত বলে জানান। রাজ্য প্রখ্যাত একজন আইনজীবী, রাজনীবিদ হারিয়েছে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন সাংসদ রিপুন বরা ও অপূর্ব ভট্টাচার্য।

অসমে ঘোষিত স্বশাসিত সংস্থার অধ্যক্ষ এবং উপদেষ্টার নাম

মিশনরঞ্জন দাস অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম ও চা নিগমের চেয়ারম্যান নিয়োজিত রাজদীপ গোয়ালা

গুয়াহাটি, ৩ নভেম্বর (হি.স.) : অসম সরকার ঘোষণা করেছে বহু প্রত্যাশিত বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থার অধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান) এবং উপদেষ্টার নাম।

রাজ্য সরকারের জারিকৃত তলিকা অনুয়ায়ী অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণি নিগমেক অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হয়েছে নবনীতা সন্দিকৈকে। অনুরূপভাবে জিএমডিএ-র অধ্যক্ষ পদে নারায়ণ ডেকা, সমতল জনজাতি উন্নয়ন অধ্যক্ষ পদে রমাকান্ত দেউরি, গ্যাস কোম্পানির অধ্যক্ষ পদে বলিন চেতিয়া, তফশিলি জাতি উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ পদে জয়ন্ত দাস, মৎস্য উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ পদে গুরুজ্যোতি দাস, অসম আর্থিক নিগমের অধ্যক্ষ পদে বিজয় গুপ্তা, অসম চলচিচত্র অর্থ উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ পদে সীমান্ত শেখর, আসাম মার্কেটিং নিগমের অধ্যক্ষ পদে অশোক সিংঘিকে নিয়োগ করা হয়েছে।

একইভাবে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য-সচিব হিসেবে পবিত্র মার্ঘেরিটা, পর্যটন নিগমের অধ্যক্ষ হিসেবে ঋতুপর্ণ বরুয়া, অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ পদে প্রশান্ত ফুকন, অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ পদে মিশনরঞ্জন দাস, চা নিগমের অধ্যক্ষ পদে রাজদীপ গোয়ালা, হাইড্রো-কার্বন অ্যানার্জির অধ্যক্ষ পদে হিরণ্য কেঁওর, আর্টফেড-এর অধ্যক্ষ পদে নাথুরাম বড়ো, গৃহ নির্মাণ বিভাগের অধ্যক্ষ পদে পুলক গোহাঁই, ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ পদে কিশোর উপাধ্যায়, খনি উন্নয়ন নিগমের অধ্যক্ষ পদে রণগৌরা নার্জারি, গ্রামরক্ষী বাহিনী উপদেষ্টা হিসেবে রঞ্জিত মজুমদার, ফিশফেড-এর অধ্যক্ষ পদে সুশীলা হাজরিকা, পণ্য সামগ্রী নিগমের অধ্যক্ষ পদে নিরেণ বৈশ্য, অসম ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের উপাধ্যক্ষ পদে লক্ষ্য কেঁওরকে নিয়োগ করেছে সরকার। এছাড়া ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যক্ষ পদে শিলাদিত্য দেব, জ্যেষ্ঠ নাগরিক কল্যাণ পরিষদের অধ্যক্ষ পদে প্রদীপ ঠাকুরিয়া, রাজ্য মহিলা আয়োগের অধ্যক্ষ পদে হেমপ্রভা বরঠাকুর, হাঁহ-মোরগ পালন নিগমের অধ্যক্ষ পদে মনোজ শইকিয়া, বীজ নিগমের অধ্যক্ষ পদে প্রবীণ হাজরিকা, কলাক্ষেত্র সমাজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে জিতুল সোনোয়াল, সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের অধ্যক্ষ পদে হবিব মহম্মদ চৌধুরীকে নিয়োগ করা হয়েছে বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ঘোর ইভিএম-বিরোধী থেকে ক'মাসে ঘোর ইভিএম-প্রেমী, মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ৩ নভেম্বর (হি. স.) : ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর তিনি দাবি জানিয়েছিলেন যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনা হয়। ইভিএমে কারচুপি করছে বিজেপি, এমন অভিযোগই করেছিলেন মমতা।

লোকসভা নির্বাচনের পরই ইভিএম-বিরোধ নিয়ে বিরোধীদের একজোটও করেছিলেন তিনি। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে একধাক্কায় রাজ্যে অনেকগুলি আসন বেড়েছিল বিজেপির। ১৮ টি আসন পেয়েছিল বিজেপি। গত বিধানসভা নির্বাচনের মাঝপথেও তিনি ইভিএম নিয়ে সরব হয়েছিলেন। অভিযোগ তুলেছিলেন কারচুপির। প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন ভোটের পর্ব চুকলে তিনি উচ্চ আদালতে যাবেন। আইনজীবীদের সঙ্গে কথাও সয়েছে। কিন্তু ভোটে জেতার পর একদম চুপ হয়ে যান। তাঁর দাবি ছিল, ৯৮ শতাংশ ইভিএম খতিয়ে দেখা হয় না। আমেরিকার উদাহরণ টেনে তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের একাধিক দেশই ইভিএমে আস্থা রাখে না।

প্রশ্ন উঠেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই মত নিয়ে। পুরভোট যেহেতু রাজ্যের হাতে, তাই সেই ভোট ব্যালট পেপারে হবে বলেই প্রত্যাশা করা হয়েছিল। কিন্তু সব ঠিক থাকলে পুরভোট ইভিএমে হবে। এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'মমতার রাজনৈতিক ইতিহাসে বারবার তাঁকে মত পাল্টাতে দেখা গিয়েছে। নিজের সুবিধা অনুযায়ী মত পাল্টান তিনি।' জয়প্রকাশবাবুর কথায়, আজ ৭৫ শতাংশ ভোট ভোট পেয়েছে তৃণমূল, যা সুস্থ গণতন্ত্রে হওয়ার কথা নয়। তাঁর দাবি, এই ফলাফল দেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে, 'ইভিএমে রিগিং করতে পারব।' তিনি আরও বলেন, 'রাজ্য কমিশন আসলে ঠুঁটো জগন্নাথ, রাজ্য সরকারই সবটা পরিচালনা করে।'

অন্যদিকে, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিজেপি অবস্থা হল নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।' তৃণমূল নেতার কথায়, 'বিধানসভা ভোটে কমিশন, বাহিনী সবই ওদের। কখনও ওরা বলছে বিএসএফ আমাদের। আর আজ যখন নির্বাচনে ভরাডুবি তখন তার থেকে নজর ঘোরানোর জন্য কথার ভোজবাজি আর কতদিন চলবে? বিজেপি জামানত জব্দ হয়েছে। সেটা সামলাতে না পেরেই এ সব অবান্তর কথা বলছে বিজেপি।'

ভবানীপুরের উপনির্বাচনের ফলাফলের পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, রাজ্যের বাকি চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন শেষ হলেই পুরভোট সম্পূর্ণ করে ফেলতে চায় রাজ্য সরকার। তার পর একই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিমও। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে থাকলে শিগগিরই কলকাতার পুরভোট হবে বলে আভাস দেন কলকাতা পুরসভার মুখ্যপ্রশাসক ও পরিবহণমন্ত্রী। এবার শুরু হয়েছে সেই প্রস্তুতি।

বুধবার ইন্দ্রনগর আইটিআই পাঠরতদের বৃত্তি প্রদানের দাবীতে প্রতিষ্ঠানের সামনে এনএসইউআই এর ধরনা আন্দোলন। ছবি নিজস্ব।

বিলোনীয়ায় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ নভেম্বর।। বিলোনিয়া পৌর পরিষদ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দিল রিটার্নিং অফিসারের কাছে। বুধবার ছিল মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। এই শেষ দিনেই বিলোনিয়া মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসারের মানিক লাল দাসের নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিল করে তৃনমুল কংগ্রেসের মনোনীত ছয় জন প্রার্থী। বিলোনিয়া পৌর পরিষদের আসন সংখ্যা ১৭টি।

এই সতেরোটি আসনের জন্য ১৭ জন প্রার্থীর নাম বাছাই করে , মনোনয়ন পত্র জমা দিতে এসে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির কণণণারণে সবগুলো আসনে প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে পারে নি বলে অভিযোগ উঠেছে তৃনমুল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের পক্ষ থেকে। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ত্রিদিব দত্ত জানান , বিলোনিয়া পৌর পরিষদের সবকটি আসনে প্রার্থী বাছাই করার পরেও পরিস্থিতির কারণে আমরা ছয় জনের বেশি মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারেনি। এমনই অভিযোগ তুলে বলেন প্রতিটি প্রার্থীর জন্য একজন করে প্রস্তাবক থাকে। প্রার্থী সহ প্রস্তাবকরা রিটার্নিং অফিসারের অফিসের সামনে আসার পরে। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেতা ত্রিদিব দত্ত।

এছাড়া তিনি আরো বলেন , মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শ ও মা মাটি মানুষের স্লোগানকে সামনে রেখে, নির্বাচনে এগিয়ে যাবে। পাশাপাশি তিনি স্বচ্ছ দুর্নীতি মুক্ত পৌর পরিষদ গঠন করার ডাক দিয়ে, তৃনমুল প্রার্থীদের জয়ী করে বিলোনিয়া পৌর পরিষদে পাঠানোর আবেদন জানান যাতে এলাকার জনগণের বিভিন্ন সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

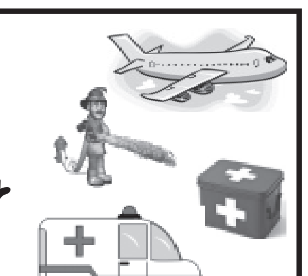

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৬৮৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থার কালী পুজার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ নভেম্বর।। এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শুভ সূচনা হলো ছাত্র বন্ধু সামাজিক সংস্থা কতৃক আয়োজিত কালিপূজার। আন্যান্যবছরের ন্যায় এইবছরও শান্তির বাজার ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থার উদ্দ্যোগে আয়োজিত করাহয়েছে সার্বজনীন কালীপূজার। আলোর উৎসব দীপাবলিকে কেন্দ্র করে শান্তির বাজারের লোকজনদের উৎসাহিত করারলক্ষে প্রত্যেকবছর ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থার উদ্দ্যোগে বড় আকারে কালী পূজার আয়োজন করাহয়। এইবছরও সকলে উৎসাহিত করতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাজেটের মধ্যে পূজার আয়োজন করাহয়েছে। পূজা পেন্ডেলটি আলোক স্বজায় সাজিয়ে তোলাহয়েছে। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পূজা পেন্ডেল সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়াহয়েছে।

বিজেপি মনোনিত প্রার্থীদের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ নভেম্বর।। বুধবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বিলোনিয়া পুরাতন টাউনহলে বিলোনিয়ার কর্মচারী এবং পেনশনারদের পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির পৌর পরিষদ নির্বাচনে মনোনিত সদস্যরা শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসালো। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার ,সরকারি আইনজীবী আক্তার হোসেন মজুমদার ,এবং প্রতিটি ওয়ার্ড এর মনোনিত প্রার্থীরা , এবং বিলোনিয়ার সকল অংশের কর্মচারী এবং পেনশনাররা। অনুষ্ঠানে সবাই মিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন আগামী পৌরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মচারী এবং পেনশনাররা প্রার্থীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করবেন এবং তাদের জয়ের লক্ষ্যে সকল ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, এবং বিজেপি দলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে সুন্দর ও সুষ্ঠু পৌরসভা উপহার দেবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন কর্মচারীদের পক্ষ থেকে।

মাতাবাড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।।উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে ঐতিহ্যবাহী দেওয়ালে মেলাকে সামনে রেখে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় রাজ্যের এবং অহিদ রাজ্যের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

আমাদের গর্বের কবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজর্ষি ও বিসর্জন যেমন এই রাজ্যের বিশ্ব পরিচিতি এনে দিয়েছে,তেমনি মাতাবাড়ির ত্রিপুরা সুন্দরী কালিমন্দির এবং এই মন্দির ধামকে কেন্দ্র করে জাতি উনজাতির মহা মিলনের মেলা ও আমাদের রাজ্যকে সকল দেশবাসির কাছে নিয়ে যেতে পেরেছে।এটি উত্তর-পূর্বের বৃহত্তর দেওয়ালি মেলা। অনেকেই বলে থাকেন এটি উত্তর-পূর্বের ভারতের কুম্ভমেলা। এই মেলাকে

কেন্দ্র করে এখানে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী পুনাথীর সমাগম হয়। এই দেওয়ালীকে কেন্দ্র করে উদয়পুর মাতাবাড়িতে মেলার দুদিন আগে ত্রিপুরার সুন্দরী ডান্স এন্ড মিউজিক ফেস্টি বলের উদ্যোগে রূপকল্পম সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের ও রাজ্যের বাইরের শিল্পীদের নিয়ে একদিনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার জেলা শাসক রাভেল এইচ কুমার, কলকাতার শ্যামা সংগীত গায়ক মনোময় ভট্টাচার্যী ,তথ্য দপ্তরের গোমতী জেলার অতিরিক্ত অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় শ্যামা সংগীত শিল্পী কলকাতা থেকে আগত মনোময় ভট্টাচার্যের শ্যামা সংগীত অনুষ্ঠানে প্রচুর লোক সমবেত হয়। আগামী দিনেও শিল্পীদের এনে এরকম অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা করে থাকবে বলে বক্তারা জানান।

আগরতলায় ডিওয়াইএফআইয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। বুধবার সারাদেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। বুধবার আগরতলায় ছাত্রযুব ভবনে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর পতাকা উত্তলন এবং শহিদের প্রাতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এর মধ্য দিয়ে ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।এই দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই সভাপতি পলাশ ভৌমিক এবং সম্পাদক নবারুন দেব সহ অন্যান্যরা। ছাত্র-যুব ভবনের সামনে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা করে ডিআইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন বহু লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগঠন বিগত ৪১ বছর ধরে কাজ করে আসছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ফ্যাসবাদী মানসিকতায় যুবসমাজ রীতিমতো বিভ্রান্ত। দেশের সংবিধান আক্রান্ত। গণতন্ত্রকে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এসব চক্রান্ত প্রতিহত করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং কাজ ও খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে আজকের দিনে যুবসমাজ শপথ গ্রহণ করছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করার খবর মিলেছে।

পানিসাগর নগর পঞ্চাতের তেরটি আসনের মনোনয়ন পত্র জমা দিল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ নভেম্বর।। উত্তর জেলার পানিসাগর নগর পঞ্চাতের তেরটি আসনের জন্য শাসক বিজেপি দল বুধবার মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। এদিন বিজেপি দলের প্রার্থীরা এবং দলের কর্মী সমর্থকরা পানিসাগর মহকুমা বিজেপি কার্যালয় থেকে একটি সুদৃশ্য মিছিরের মাধ্যমে পানিসাগর নগরপঞ্চায়েত এলাকা পরিক্রমা করে পানিসাগর মহকুমা শাসক রজত পান্তের নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। শাসক বিজেপি দল এদিন তেরটি ওয়ার্ডের জন্য তেরজন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। শাসক বিজেপি দল এবার পানিসাগর নগরপঞ্চায়েতের তের জন প্রার্থীর মধ্যে নতুন আট জনকে প্রার্থী করেছে।শাসক বিজেপি দল ছাড়াও এই নগরপঞ্চায়েতে সি পি আই এম দল বারটি এবং কংগ্রেস দল সাতটি ওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। পানিসাগর নগরপঞ্চায়েতে মোট ভোটার হল ৫৭৯০ জন।তাছাড়া এবার সি পি আই এম চার নংওয়ার্ডে কোন প্রার্থী দেয়নি।ফলে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের তেরটি ওয়ার্ডের মধ্যে কয়েকটি ওয়ার্ডে লড়াই হবে ত্রিমুখি।আবার কয়েকটি ওয়ার্ডে লড়াই হবে দ্বীমুখি। ইতিম্যে শাসক দল ভোটাদের নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য সভা ও বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করে দিয়েছে। সব মিলিয়ে পানিসাগর নগরপঞ্চায়েতে ভোটের উওাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এর পাঁচটি ওয়ার্ড এ মনোনয়ন পত্র জমা দিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এর ১৩ টি ওয়ার্ডের মধ্যে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি ওয়ার্ড এ মনোনয়ন পত্র জমা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। বাকি আটটি ওয়ার্ডে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেয়নি শাসক দল বিজেপি। প্রার্থীদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া থেকে বিরত রেখেছে বলে অভিযোগ।

আগামী ২৫ শে নভেম্বর রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে পুর ভোট। নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন পেশ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। নমিনেশান জমা দেওয়ার শেষ লগ্নে বুধবার বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি অমরপুর নগর পনায়েত নির্বাচনের জন্য ৫ টি আসনে মনোনয়ন পেশ করলো তৃনমুল কংগ্রেস। বুধবার বেলা ১২ টা নাগাদ অমরপুর শহরে একটি মিছিল করে নমিনেশন দাখিল করে তৃনমুল কংগ্রেস। উল্লেখ্য অমরপুর নগর পনায়েতে ১৩ টি ওয়ার্ড রয়েছে।১৩ টির মধ্যে তৃনমুল কংগ্রেস ৫ টিতে লড়াই করছে না। ২ টি আসনে ২ জন মহিলা ,অপর ৩ টি আসনে ৩ জন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকারে তৃনমুল নেতা সুবীর সেন ঘোষ অভিযোগ করেন নগরের ১৩ ওয়ার্ডের জন্য তৃনমুল কংগ্রেসের প্রার্থী তৈরী ছিলো।শাসক দলের ভয় ভীতির কারনে তারা বাকি ওয়ার্ড গুলিতে মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি। এদিন তিনি আরও বলেন, এখন ভয়ভীতি যতই দেখাক ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে শাসন দলের এই ভয়ভীতি কোনো কাজেই আসবে না

কৈলাসহ সংযোজন ঃ ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর পুর পরিষদে তৃণমূল কংগ্রেসের চারটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। অন্যান্য আসনের প্রার্থীদের বাড়িঘরে গতকাল রাতে গিয়ে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মনোনয়ন পত্র জমা না দিতে শাসকদল হুলিয়া জারি করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

আসন্ন কৈলাসহর পুর পরিষদের নির্বাচনে তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তেসরা নভেম্বর বুধবার দুপুরে কৈলাসহর মহকুমার মহকুমাশাসক শান্তি রঞ্জন চাকমার নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। তবে, কৈলাসহর পুর পরিষদের মোট সতেরোটি আসনের মধ্যে চারটি আসনে প্রার্থী দেয় তৃনমুল কংগ্রেস। কৈলাসহর পুর পরিষদের তিন নং আসনে আব্দুল কালাম, ছয় নং আসনে তৃনমুল কংগ্রেসের ত্রিপুরা রাজ্যের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য অঞ্জন চক্রবর্তী, আট নং আসনে সুপ্রীতি বরুয়া, সতেরো নং আসনে শচীন্দ্র চ্যাটার্জি তৃনমুল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেয়। মনোনয়ন পত্র জমা দেবার সময় তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ উপস্থিত ছিলেন তৃনমুল কংগ্রেসের নেতা আইনজীবী জিল্লুর রহমান, যুব তৃনমূল কংগ্রেসের ঊনকোটি জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি দিলোয়ার হোসেন জাকির, তৃনমূল কংগ্রেসের নেতা বিদ্যুৎ সিনহা সহ আরও অনেকে। মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে তৃনমুল কংগ্রেসের নেতা জিল্লুর রহমান সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বিজেপি দলের সন্ত্রাস এবং হুমকির ফলে তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কৈলাসহর পুর পরিষদের সব আসনে প্রার্থী দেওয়া যায় নি।দলের পক্ষ থেকে যাদের প্রার্থী স্থির করা হয়েছিল তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গতকাল রাতে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে জানান। কৈলাশহর এর নম্বর কংগ্রেসের নেতা কর্মী সমর্থকরা আসুন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছেন বলে জানা গেছে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি। একই অভিযোগ এনে তিপ্রা মথার সমর্থকরা রাস্তা অবরোধ করেছেন। তবে, বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ ফুতকারে উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির দাবি, প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না বিরোধীরা। তাঁর দায় শাসক দলের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

অলোক সরকার,পরিমল সরকার ,রাহুল সরকার এবং আবুল সরকার সহ আরো বেশ কয়েক জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে। ফেস যেকোনো সময় এলাকায় হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে।

তিপ্রা মথার

● প্রথম পাতার পর

তিপ্রামথা দলের নেতৃত্বদের জানান নমিনেশম প্রদান করাযাবেনা। এইকথা শুনে তিপ্রা মথা দলের নেতৃত্বরা মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ধর্নায় বসে। উনাদের অভিযোগ সময় যদি অতিক্রান্ত হয়েথাকে তাহলে আরক্ষাপ্রসাশন কেন তাদের প্রবেশে বাঁধা দান করেনি। উনারা জানান আরক্ষা প্রসাশনের লোকজনেরা তিপ্রামথাদলের নেতৃত্বদের সাহয্যের হাত বাড়ীয়ে দিয়েছেন। এই বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার তথা শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক অভয়ানন্দ বৈদ্য জানান সময় অতিক্রান্ত হবার জন্যই মনোনয়ন গ্রহন করা হয়নি।

মানিকভান্ডার

● প্রথম পাতার পর

তখন সময় বাজার থেকে বাড়িতে যাওয়া অন্যান্য লোকজন রাস্তার পাশে ওই ব্যক্তিকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গুরুতর আহত ব্যক্তি মদমত্ত অবস্থায় ছিল। অন্ধকারে বাইসাইকেল চালিয়ে রাস্তার পাশে কাটা গাছের মুড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে আঘাত গেলে অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে যায়।

বিতরণ

● আটের পাতার পর

প্রানী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সহায়তায় এই প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে বেনেফিশিয়ারি দেরকে। রাজ্যের ডিমের উৎপাদন বাড়িয়ে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ বলে জানান পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন পুতুল পাল বিশ্বাস। এদিন বিলোনিয়ার ভারত চন্দ্র নগর ব্লক এর অধীন যে যে পঞ্চায়েত এলাকার বেনিফিশিয়ারি সুযোগ পেয়েছেন সেই পঞ্চায়েত গুলো হলো পশ্চিম কলাবাড়ীয়া, পশ্চিম পাইখলা,সুকান্ত নগর,এনএসসি নগর পূর্ব পিপাড়িয়াখলা,। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার কল্যান যোজনার এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চ্যায়ারপার্সন পুতুল পাল বিশ্বাস, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের অধিকর্তা ডাঃ অশোক মজুমদার, সুকান্ত নগর পঞ্চায়েত প্রধান তপন গুহ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

কর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

তপশিলী জাতি মোর্চার সভাপতি পার্থ পাটারী। অবশিষ্ট ওয়ার্ডের মধ্যে ৩ নং ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী ছায়া দাসের প্রতিদন্তিতা করছে নির্দল প্রার্থী তপশিলী জাতি মোর্চার দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা পৌর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, ১৩ নং ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী নেপাল চন্দ্র দাসের প্রতিদন্দিতা করছে নির্দল প্রার্থী জগন্নাথ মজুমদার, ১২ নং ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী সুপ্রীয়া মজুমদারের প্রতিদন্দিতা করছে নির্দল প্রার্থী চামেলী সরকার , ৪ নং ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী সৃতি রানী সাহার বিরুদ্ধে প্রতিদন্দিতা করছে নির্দল প্রার্থী সঞ্জু দেবানাথ। আজকের এই নমিনেশন দাখিলকে কেন্দ্র করে অপ্রিতিকর ঘটনা এরাতে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আরক্ষাপ্রসাশনের উদ্দ্যোগে কঠোর নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করাহয়েছে। আজকের এই নোমিনেশনকে কেন্দ্রকরে সমগ্র শান্তির বাজার এলাকাজুরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিজেপির এই ধরনের নেতৃত্বদের বিরুদ্ধে এইধরনের পদক্ষেপ গ্রহনকরায় শান্তির বাজারমহকুমার লোকজন খোবই আনন্দিত। আজকের নমিনেশন দাখিলশেষে নির্দল প্রার্থীরা সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিনহয়ে জানান উনাদের লড়াই দলের বিরুদ্ধে নয়। উনাদের লড়াই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। উনারা জানান আজকের নমিনেশনকে কেন্দ্র করে শাসকদের কিছু সংখ্যক লোকজন নির্দল প্রার্থীর প্রস্তাবক ও প্রার্থীকে বিভিন্ন প্রকারের ধমকী দিয়ে যাচ্ছে।

কমলপুর

● প্রথম পাতার পর

১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর ১৯৫৩ সালে প্রথম কমলপুর থেকে কৈলাশহর, আগরতলা ভায়া কলকাতা বিমান চলাচল শুরু হয়। বেশ কয়েক বছর বিমান চলার পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর কমলপুরবাসীদের জোড়ালো দাবীর ফলে কংগ্রেস জোট সরকারের আমলে অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে কমলপুরের মানিক ভান্ডার বিমানবন্দরে পুনরায় বিমান চালু হয়। তখন সময়ে কমলপুর সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ বিমানে বহির রাজ্যে চিকিৎসা,পড়াশোনা সহ অন্যান্য জরুরী কাজে যাতায়াত করতো। সুবিধা হতো অন্য রাজ্যের মানুষের। তিন বছর বিমান চলাচল করার পর আবার বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর আজ পর্যন্ত বিমান চলাচল বন্ধ। কমলপুরবাসীরা তাদের সুবিধার্থে পুনরায় বিমান চলাচলের জন্য দাবি করে আসছে। কবে আবার বিমান চলাচল করবে তা অনিশ্চিত। বর্তমানে কমলপুর মানিক ভান্ডার বিমানবন্দর রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে কেউ না থাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা দালান বাড়ি গুলি ভেঙ্গে ইট,দরজা, জানালা,ছাউনীর কাঠ খুলে চুরি করে নিয়ে এলাকার কিছু লোকজন তাদের বাড়িঘরে ব্যবহার করছে। পরিতক্ত বিমান বন্দরে বাইরে থেকে যুবকরা এসে মেয়ে ছেলে এনে নেশা গ্রস্থ হয়ে নানা অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এই বিমানবন্দরে গবাদিপশুর বিচরন ভূমিতে পরিণত হয়েছে। যে কয়েকটি দালান ঘর আছে সেগুলি দখল করে গরুর গোবর রাখছে। দুর থেকে দেখলে মনে হয় ব্যবহারকারিদের সম্পত্তি। কেউ ভয়ে বাধা দিচ্ছে না। এই অভিযোগ জেনেও এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কর্মকর্তারা নির্বিকার। ফলে দিনের পর দিন বিমানবন্দরের মূল্যবান সামগ্রী গুলি লুট চলছে। এলাকা থেকে মহকুমা প্রশাসনের নিকট চুরির ঘটনা জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসনের কোন উদ্যোগ নেই। যার জন্য এলাকায় বাড়ছে ক্ষোভ।

সংস্কারপন্থী

● প্রথম পাতার পর

কোন ক্ষেত্রে সব প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারছেন না বলে তিনি অভিযোগ করেন।মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া উপলক্ষে আয়োজিত জমায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক পুরভোটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন দপ্তর এবং প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত বলেও তিনি দাবি করেছেন।

শুরুতেই বিভাজন এর সংস্কৃতি দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। পুরনিগম, পুর সভা ও নগর পঞ্চায়েত ভোটের আগে স্পষ্ট ভাবে অনৈক্যের ছাপ দেখা যায়। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় মিছিলে দেখা গেল না বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিধায়ক আশিস দাস এবং প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি আশিস লাল সিংকে। নেতাদের ভিড়ে তারা এখন ব্রাত্য বলে মনে করছেন অনেকেই।

দলের সাধারন সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা ত্রিপুরা জয়ের কথা বলে গেছেন। কিন্তু দলের একাংশ নেতৃত্বের কারণে রাজ্য জয়ের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেতে পারে বলে একাংশ কর্মীদের অভিমত। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সামনে অভিষেকের সভায় বিজেপির বিধায়ক আশিস দাশ তৃণমূল কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করলেও তাকে দল সঠিকভাবে ব্যবহার করছে না বলে অভিযোগ সাধারণ কর্মীদের। তাছাড়া দলের প্রাক্তন সভাপতি আশীষ লাল সিংকেও বর্তমানে সেইরকম গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে পুরানো কর্মীদের অভিযোগ। অথচ ২০১৭ সাল থেকে দলের দুঃসময়ে আশীষ লাল সিং দলকে সাইনবোর্ড হতে দেননি। অথচ দল এখন তাকেই ব্রাত্য করে রাখে। আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে বিজেপির সংস্কারপন্থী নেতাদের সহযোগিতায় ৫১ টি আসনে প্রার্থী দিতে সক্ষম হয় তৃণমূল। আস্তাবল ময়দান থেকে সংস্কারপন্থী কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে সুবল ভৌমিকের বাড়িতে যায়।সেখান থেকে প্রার্থীদের নিয়ে একটি মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এস ডি এম অফিসে যায়। মনোনয়নপত্র দাখিল করে প্রার্থীরা। মিছিলে সামনের সারিতে ছিলেন সাংসদ সুস্মিতা দেব ,সুবল ভৌমিক ,বাপ্টু চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। অথচ মিছিলে ছিলেন না সদ্য যোগদান করা বিধায়ক আশীষ দাশ, প্রাক্তন সভাপতি আশীষ লাল সিং। তাতেই বহু কর্মী ক্ষেপে লাল হয়ে যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমানে একমাত্র বিধায়ক ও প্রাক্তন সভাপতিকে কেন মিছিলে রাখা হয়নি তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। রাজনৈতিক মহলের মতে বিভাজন সংস্কৃতি দ্রুত বন্ধ না করলে তৃণমূল কংগ্রেস বেশি দূর এগোতে পারবে না। এই সংস্কৃতি বন্ধের জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করুক দলের সাধারন সম্পাদক ,এমনটাই মনে করছগ কর্মীরা।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

নয়, ওই ভুয়ো খবর সারা দেশ, এমন-কি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অথচ, বিদেশের মাটিতে বসেই ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে ওই খবরের উৎসের খোঁজে এমনটাই জানতে পেরেছে পুলিশ।

ত্রিপুরা পুলিশ আজ সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়ে জানিয়েছে, প্ররোচনামূলক বার্তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানোর দায়ে ৭১ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা নেওয়া হয়েছে। সমাজে ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই, ত্রিপুরা পুলিশ সকলের কাছে ভুয়ো ছবি কিংবা গুজব ছড়ানোর কাজ থেকে বিরত থাকার আবেদন করেছে। পুলিশের আবেদন, যাচাই ছাড়া সামাজিক মাধ্যমে কোনও বার্তা ছড়িয়ে দেবেন না। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়ছে।

এদিকে, ভুয়ো খবরের উৎসের খোঁজে পুলিশ জানতে পেরেছে, পানিসাগরের ওই ঘটনায় ত্রিপুরা থেকে মাত্র ৩০টি টুইট হয়েছে। সেই তুলনায় মহারাষ্ট্র, দিল্লি এবং আমেরিকা থেকে ভুয়ো খবর বেশি প্রচারিত হয়েছে। ওই ঘটনা নিয়ে ভুয়ো খবর বহিঃরাজ্য থেকে ৭৮কে টুইট হয়েছে।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হলেন রাহুল দ্রাবিড়

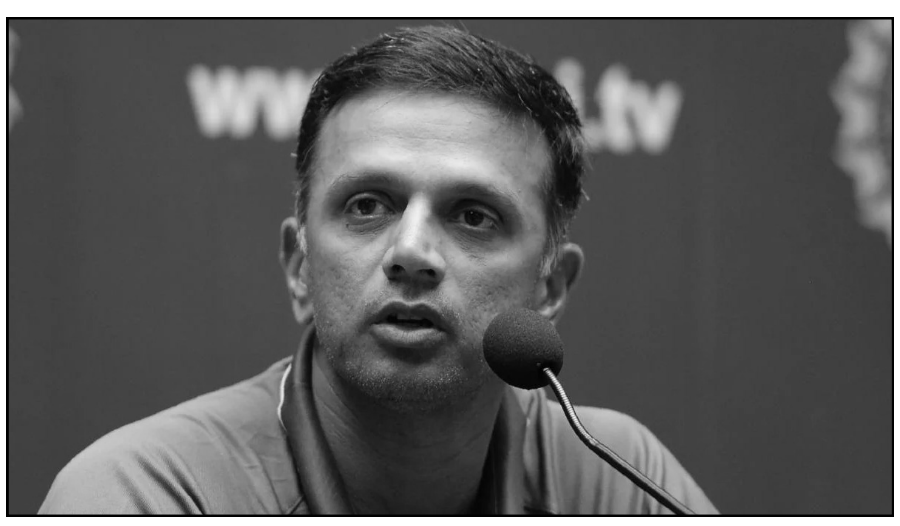

মুম্বই, ৩ নভেম্বর (হি.স) : অবশেষে হল জল্পনার অবসান। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিযুক্ত হলেন রাহুল দ্রাবিড়। অনেকদিন ধরেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছিল। ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকেরাও দলের হেডস্যার হিসেবে দ্রাবিড়কেই দেখতে চাইছিলেন। বুধবার তাঁকে এই নয়া দায়িত্বে বহাল করা হয়েছে বলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বুধবার টি২০ বিশ্বকাপে ভারত বনাম আফগানিস্তান ম্যাচ চলাকালীনই রাহুলের নাম ঘোষণা করে বোর্ড। টুইট করে সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। বিসিসিআই-এর তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'সুলক্ষণা নায়েক ও আর পি সিংহর উপদেষ্টা কমিটি বুধবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্রাবিড়কে ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে নির্বাচিত করেছে। বিশ্বকাপের পরে নিউজিল্যান্ড সফর থেকে দলের দায়িত্ব নেবেন তিনি।'

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

আফগানিস্তানকে উড়িয়ে টিকে রইল ভারত

প্রথম দুই ম্যাচে বড় হারে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল দেয়ালে। চারদিক থেকে আসছিল সমালোচনার তীর। বাঁচা-মরার লড়াইয়ে ভারত জেগে উঠল প্রবল বিক্রমে। ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে বিরাট কোহলির দল গুঁড়িয়ে দিল আফগানিস্তানকে। বাঁচিয়ে রাখল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে খেলার আশা।

সুপার টুয়েলভের ম্যাচে আবু ধাবিতে বুধবার ভারতের জয় ৬৬ রানে। ২০ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে তারা করে আসরের দলীয় সর্বোচ্চ ২১০ রান। আফগানরা করতে পারে ৭ উইকেটে ১৪৪।

ফেভারিটদের একটি হিসেবে আসর শুরু করে পাকিস্তানের কাছে ১০ উইকেটে ও নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ৮ উইকেটে হেরেছিল ভারত। ওই দুই ম্যাচেই তাদের উদ্বোধনী জুটি ভেঙেছিল শুরুতে, যথাক্রমে ১ ও ১১ রানে। দলের ব্যাটিং পড়েছিল মুখ থুবড়ে।

আফগানদের বিপক্ষে টিকে থাকার ম্যাচে শুরুর জুটিতে আসে বড় রান। দারুণ দুটি ইনিংস উপহার দেন রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুল। শেষ দিকে ঝড় তোলেন হার্দিক পান্ডিয়া ও রিশাভ পান্ত। তাতে ভারত গড়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর। ২০০৭ সালে প্রথম আসরে ডারবানে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪ উইকেটে ২১৮ রান তাদের সর্বোচ্চ।

৪৭ বলে ৮ চার ও ৩ ছক্কায় ৭৪ রান করেন রোহিত। ৪৮ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৬৯ রাহুল। দুজনের উদ্বোধনী জুটিতে আসে ১৪০ রান। তিনে নেমে ১৩ বলে ৩ ছক্কা ও একটি চারে অপরাজিত ২৭ রান করেন কিপার-ব্যাটসম্যান পান্ত। পান্ডিয়া অপরাজিত থাকেন ১৩ বলে ৪টি চার ও ২ ছক্কায় ৩৫ রান করে। ব্যাটিংয়ে নামেননি অধিনায়ক বিরাট কোহলি। দল আগে ব্যাটিং করেছে এবং তিনি ব্যাটিং করেননি, এমন ঘটনা স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে কোহলির ক্যারিয়ারে এটিই প্রথম।

আফগানিস্তানের কোনো বোলারই পাত্তা পাননি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সামনে। নাভিন উল হক ৪ ওভারে দেন ৫৯ রান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসে যা ইনিংসে কোনো বোলারের পঞ্চম সর্বোচ্চ।

রশিদ খান ৪ ওভারে ৩৬ রানে উইকেটশূন্য ছিলেন। অফ স্পিনার মুজিব উর রহমানকে চোটের কারণে এই ম্যাচেও পায়নি তারা। ব্যাটিংয়ে আফগানদের দেড়শর আগে থামিয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন মোহাম্মদ শামি। ৩২ রানে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন এই পেসার। তবে বোলিংয়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল নামটি রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চার বছর পর দেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমে ৪ ওভারে ১৪ রান দিয়ে এই অফ স্পিনারের প্রাপ্তি দুটি। বরুন চক্রবর্তীর চোটে সুযোগ পাওয়া এই স্পিনার ডট বল করেন ১২টি।

এই মাঠে আগের দিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৮৪ রানে অলআউট হয়েছিল বাংলাদেশ। তবে সেদিনের মতো উইকেট সবুজাভ ছিল না এদিন। বরং যথেষ্ট ব্যাটিং সহায়ক। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা ভারতের ব্যাটিং লাইনআপে রাহুলের সঙ্গে ওপেনিংয়ে ফেরেন আগের ম্যাচে তিনে নামা রোহিত। বাদ পড়েন নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ইনিংস শুরু করা ইশান কিষান। শুরু থেকে দুই ওপেনারই খেলেন দারুণ সব শট। প্রথম ওভারে রোহিত চার মারেন মোহাম্মদ নবিকে। পরের ওভারে ঝড় বয়ে যায় আসগর আফগানের জায়গায় আফগানিস্তানের মূল দলে আসা শরাফউদ্দিন আশরাফের ওপর দিয়ে। তাকে রোহিত চার মারেন একটি। পরপর ছক্কা-চার মারেন রাহুল।

পঞ্চম ওভারে নাভিন উল হকের শেষ চার বলের মধ্যে রোহিত চার মারেন দুটি, মাঝে লং অফের ওপর দিয়ে ছক্কা একটি। পাঁচ ওভারেই ভারতের রান স্পর্শ করে পঞ্চাশ। অষ্টম ওভারে প্রথম আক্রমণে এসে রশিদ দেন কেবল ৬ রান। এই লেগ স্পিনার নিজের পরের ওভারে খরচ করেন ১১ রান। ১০ ওভারে ভারতের রান ছিল বিনা উইকেটে ৮৫।

নাভিনকে বাউন্ডারি মেরে রোহিত ফিফটি পূর্ণ করেন ৩৭ বলে। পঞ্চাশে যেতে রাহুলের লাগে ৩৫ বল। চতুর্দশ ওভারে রশিদকে টানা দুই ছক্কা মারেন রোহিত। প্রথমটা বেরিয়ে এসে ডিপ মিডউইকেটের ওপর দিয়ে। পরেরটি স্লগ সুইপে স্কয়ার লেগ দিয়ে। রোহিতকে ফিরিয়ে ৮৯ বলে ১৪০ রানের জুটি ভাঙেন করিম জানাত। এই পেসারের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে এক্সট্রা কাভারে ক্যাচ দেন রোহিত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যে কোনো উইকেটে ভারতের সর্বোচ্চ জুটি এটি। ২০০৭ সালে ডারবানের ওই ম্যাচে উদ্বোধনী জুটিতেই ১৩৬ রান তুলেছিলেন গৌতম গম্ভীর ও বিরেন্দর শেবাগ।

১৭তম ওভারে গুলবাদিন নাইবকে স্কুপ করার চেষ্টায় বলের লাইন মিস করে বোল্ড হন রাহুল। ওই ওভারেই পরপর দুই ছক্কা মারেন রিশাভ পান্ত। পরের ওভারে হামিদ হাসানকে তিনটি চার মারেন হার্দিক পান্ডিয়া। শেষের আগের ওভারে ১৪ রানে জীবন পেয়ে নাভিনকে দুটি ছক্কা মারেন পান্ডিয়া। শেষ ওভারে হামিদকে পান্তের পরপর চার-ছক্কায় দলের রান পার হয় দুইশ। শেষ ৪ ওভারে আসে ৬৫ রান!

বড় রান তাড়ায় আফগানিস্তান জয়ের আশা জাগাতে পারেনি কখনই। শুরু থেকেই তারা নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায়। শামির ওভারে বড় শট খেলার চেষ্টায় বল আকাশে তুলে মোহাম্মদ শাহজাদ ফেরেন শূন্য রানে। একটি করে চার-ছক্কা মেরে একইভাবে জাসপ্রিত বুমরাহর বলে আউট হন আরেক ওপেনার হজরতউল্লাহ জাজাই।

বুমরাহর বাউন্সারে হেলমেটে আঘাত পাওয়ার পর শামির টানা তিন বলে দুটি ছক্কা ও একটি চার মারেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। রবীন্দ্র জাদেজার বলে তিনি ধরা পড়েন বাউন্ডারিতে।

অশ্বিন নিজের দ্বিতীয় ওভারে পান উইকেট। এই অফ স্পিনার এলবিডব্লিউ করে দেন গুলবাদিন নাইবকে। অশ্বিনের পরের ওভারে রিভার্স সুইপ করার চেষ্টায় বোল্ড হন নাজিবউল্লাহ জাদরান।

৬৯ রানে ৫ উইকেট হারায় আফগানিস্তান।

এরপর নবি ও জানাতের ব্যাটে কেবল হারের ব্যবধানই কমাতে পারে তারা। ৩২ বলে ৩৫ রান করেন অধিনায়ক নবি। শেষ বলে একটিসহ ২ ছক্কা ও ৩ চারে ২২ বলে ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন জানাত, যা ইনিংসের সর্বোচ্চ।

নিজেদের শেষ দুই ম্যাচে আগামী শুক্রবার স্কটল্যান্ড ও সোমবার নামিবিয়ার বিপক্ষে খেলবে ভারত। রোববার নিজেদের শেষ ম্যাচে নিউ জিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আফগানিস্তান।

শেষ দুই ম্যাচে ভারতের শুধু জিতলেই হবে না, তাকিতে থাকতে হবে অন্য ম্যাচগুলোর ফলের দিকেও। প্রথম চার ম্যাচের দুটিতে জেতা আফগানিস্তানও শেষ চারের লড়াইয়ে টিকে আছে ভালোমতোই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: ভারত: ২০ ওভারে ২১০/২ (রাহুল ৬৯, রোহিত ৭৪, পান্ত ২৭*, পান্ডিয়া ৩৫*; নবি ১-০-৭-০, শরাফউদ্দিন ২-০-২৫-০, নাভিন ৪-০-৫৯-০, হামিদ ৪-০-৩৪-০, গুলবাদিন ৪-০-২৯-১, রশিদ ৪-০-৩৬-০, জানাত ১-০-৭-১)

আফগানিস্তান: ২০ ওভারে ১৪৪/৭ (জাজাই ১৩, শাহজাদ ০, গুরবাজ ১৯, গুলবাদিন ১৮, নাজিবউল্লাহ ১১, নবি ২৫, জানাত ৪২*, রশিদ ০, শরাফউদ্দিন ২*; শামি ৪-০-৩২-৩, বুমরাহ ৪-০-২৫-১, পান্ডিয়া ২-০-২৩-০, অশ্বিন ৪-০-১৪-২, শার্দুল ৩-০-৩১-০)

ফল: ভারত ৬৬ রানে জয়ী।

ম্যান অব দা ম্যাচ: রোহিত শর্মা

লড়ে হারল স্কটল্যান্ড, সেমিফাইনালের দিকে এক পা এগোল নিউজিল্যান্ড

দুবাই, ৩ নভেম্বর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপের দুই নম্বর গ্রুপ থেকে ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে চলে গেছে পাকিস্তান। এই গ্রুপ থেকে দুই নম্বর জায়গাটা পেতে এখন নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে লড়াই ভারত এবং আফগানিস্তানের। সেই কাজে অনেকটাই এগিয়ে গেল কেন উইলিয়ামসনের দল। বুধবার দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ড ১৬ রানে হারিয়ে দিল স্কটল্যান্ডকে। টস জিতে নিউ জিল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠায় স্কটল্যান্ড। মার্টিন গাপ্টিলের দুর্দর্ষ ৯৩ রানের সাহায্যে নিউজিল্যান্ড কুড়ি ওভারে তোলে ১৭২-৫। জবাবে কুড়ি ওভারে ১৫৬-৫ তুলে স্কটল্যান্ড বেশ লড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দেয় নিউ জিল্যান্ডকে। এই জয়ের ফলে তিন ম্যাচ খেলে নিউ জিল্যান্ডের পয়েন্ট চার। তারা গ্রুপে এখন রয়েছে দু নম্বরে। আর মাত্র ৫৬ বলে ৯৩ করার জন্য ম্যাচের সেরা হয়েছেন কিউই ওপেনার গাপ্টিল।

শেষের প্রাপ্তির আশায় অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ

তিন মাসে ব্যবধানে কীভাবেই না বদলে গেল চিত্র! গত অগাস্টে খর্ব শক্তির দল নিয়ে বাংলাদেশ সফরে এসে উড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। নাস্তানাবুদ হয়েছিল তারা মিরপুরের স্পিন মঞ্চে। সেই দুই দল এবার যখন মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্বমঞ্চে, তাদের বাস্তবতা ও গন্তব্য, সবই ভিন্ন। এই ম্যাচ জিতলে সেমি-ফাইনালের পথে আরেকটি পদক্ষেপ নেবে অস্ট্রেলিয়া। আগেই বিদায় নিশ্চিত হওয়ার পর বাংলাদেশের চাওয়া, শেষ ম্যাচ থেকে অন্তত কিছু নিয়ে ফেরা।

দুবাইয়ে মঙ্গলবার সুপার টুয়েলভের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে মাহমুদউল্লাহর দল। খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বেলা চারটায়।

শূন্য হাতে বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের দুয়ারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। তবে শেষ ম্যাচেও আছে কিছুটা প্রাপ্তির হাতছানি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে ১৪ বছরের জয়খরা কাটানোর সুযোগ আছে এখনও। সেই জয়টি পেলে র‌্যাঙ্কিংয়ে একটু এগিয়ে আগামী বছরের সরাসরি সুপার টুয়েলভে খেলার সম্ভাবনা টিকে থাকবে।

যদিও জয়ের হাওয়া নেই দলে। টানা চার হারে ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস গিয়ে ঠেকেছে তলানিতে। সুপার টুয়েলভে সবার আগে বিদায় নিলেও, বিশ্বকাপ নিশ্চয়ই তাদের কাছে মনে হচ্ছে দীর্ঘ। শেষ হলেই হয়তো তারা বাঁচেন!

কঠিন এই পরিস্থিতিতেও কিছুটা বিশ্বাসের রসদ মিলতে পারে দুই দলের সবশেষ সিরিজ থেকে। দেশের মাটিতে গত অগাস্টে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে মাহমুদউল্লাহর দল সিরিজ জিতেছিল ৪-১ ব্যবধানে। অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ, ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথসহ অস্ট্রেলিয়ার একঝাঁক নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন না সেই দলে। তাদের একজন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, সিরিজ শুরুর আগে খুঁজে ফিরছিলেন সরাসরি খেলা দেখার কোনো লিঙ্ক। লম্বা সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো দেশের মাটিতে সরাসরি দেখানো হয়নি অস্ট্রেলিয়ার কোনো সিরিজ। ম্যাক্সওয়েল, স্মিথ, ফিঞ্চ, ওয়ার্নাররা পরে নিশ্চয়ই দেখেছেন, কীভাবে মিরপুরে পর্যুদস্ত হয়েছিল তাদের সতীর্থরা। সেই হারের বদলা এবার নিতে না চাওয়ার কোনো কারণ নেই।

তা নিতে ঠিক জায়গাতেই বাংলাদেশকে পেয়েছে তারা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আগের ম্যাচে দলটি গুটিয়ে গেছে স্রেফ ৮৪ রানে।

বেশিরভাগ ম্যাচে বাংলাদেশকে ডুবিয়েছে ব্যাটিং। যে ম্যাচে ব্যাটিং ভালো হয়েছে, সেটাতে খারাপ হয়েছে বোলিং-ফিল্ডিং। সব মিলিয়ে দল হিসেবে পরিপূর্ণ পারফরম্যান্স মাহমুদউল্লাহরা দেখাতে পারেননি কোনো ম্যাচে। দেশে ফিরে যাওয়ার আগে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ তাদের জন্য শেষ সুযোগ।

ম্যাচের আগের বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ রঙ্গনা হেরাথ বললেন, এই সুযোগটি দুই হাতে কাজে লাগাতে উন্মুখ বাংলাদেশ।

"আমাদের আরেকটি ম্যাচ আছে। আমি নিশ্চিত, সেখানে ছেলেরা ভালো করবে। পেশাদার হিসেবে আমাদের দৃঢ়ভাবে ঘুরে দাঁড়ানো জরুরি। আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আমাদের আরেকটি ম্যাচ জেতার সুযোগ। ছেলেরা কী করেছে, এর বিশ্লেষণ ওরা করবে, এটা তাদের করতে হবে। আমি নিশ্চিত, আগামীকাল ওরা দৃঢ়ভাবে ঘুরে দাঁড়াবে।"

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura invites e-tender against Press NIeT No 19/EE/PWD/KHW/2021-22

Date- 29-10-2021

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	DNIT No:40 /SE-II/ PWD (R&B)/2021-22	₹. 77,40,958.00	₹. 77,410.00	08(Eight) Months

All details DNIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 01-11-2021 to 22-11-2021 upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in & pwdkhw@gmail.com

Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai, Tripura.

ICA-C-2559/2021-22

RE- SHORT NOTICE INVITING QUOTATION [RE-SNIQ]

Sealed quotations are invited by the undersigned on the behalf on the Govt. of Tripura from prospective reputed firm/ authorized distributor / agent/ supplier/ dealer or interested person for maintenance & operation of LT & HT line connection in the newly constructed Administrtaion Block (G+3 building) of IGM Hospital, Agartala.
The quotations from with detailed description of work & terms & condition will be available from the office of the Medical superintendent IGM Hospital, Agartala on any working days during the office hours from 11.00 hrs to 16.00 hrs free of cost upto **10/11/2021**
The quotations would be received at the office of the undersigned 17.00 hrs **10/11/2021** by speed post / currier service by hand will be opened on next working days in the office of the Medical superintendent, IGM Hospital, Agartala

Sd/- Illegible
Medical Superintendent
IGM Hospital, Agartala

ICA-C-2557/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed Rate Quotations are invited on behalf of the Governor of Tripura, from interested suppliers of Tripura able to supply **"Lignite Powder & Quartz Powder"** for production of Bio-Fertilizer at State Bio-Fertilizer Production Centre, under State Agriculture Research Station, Arundhatinagar, Agartala.
Quoted Rate in sealed envelope will be received on **16th November, 2021 up to 3.00 PM** and will be opened on the same day at 4.00 PM, if possible in the office of the Joint Director of Agriculture (Research), SARS, A.D.Nagar, Agartala.
The terms & conditions in details may be taken from the office of the undersigned on all working days and also can be downloaded from the Departmental website- **www.agri.tripura.gov.in.**

Sd/- (Goutam Majdmder)
Joint Director of Agriculture (Res.)
State Agriculture Research Station
Arundhutinagar, Agartala

ICA-C-2556/2021-22

প্রেস রিলিজ

ডম্বুর হ্রদের নারকেল কুঞ্জে হেলিপ্যাড নির্মাণ

সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরাকে পর্যটনের উৎকৃষ্ট কেন্দ্র এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে মহতী উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে সফল করার জন্য ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। তারই অঙ্গ হিসেবে দূর-দূরান্তে অবস্থিত পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং পর্যটক পরিষেবা বাড়ানোর লক্ষ্যে ডম্বুর হ্রদের নারকেল কুঞ্জে হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ডম্বুর জলাশয়ের নৈসর্গিক ভ্রমণ দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে।
এই হেলিপ্যাড-এর শুভ সূচনা করবেন **আগামী ১১ই নভেম্বর, ২০২১ ইং বিকাল ১১.৩০ মিনিটে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব।** এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মাননীয় পর্যটনমন্ত্রী **শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়,** লোকসভার মাননীয় সদস্য শ্রী রেবতী ত্রিপুরা। এছাড়াও এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পর্যটন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে ও পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা শ্রী তড়িৎ কান্তি চাকমা সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক বৃন্দ।

স্বাক্ষর ঃ অস্পষ্ট
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

ICA-D-1176/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER (SNIT)

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned Invites sealed rate quotation in the plain paper from the interested, experienced and registered bidders for supply & installation of CCTV Camera (SI No./Item No.- 1 to 8 below) and supply & Installation of Biometric time & attendance device (SI. No.! Item No. 9 below) for Teliamura R. D. Block during 2021-22 FY. The sealed Quotation should reach to the Office of the BDO Teliamura R.D. Block, Khowai Tripura latest by 07/11/2021 by 3 PM.
The items and specifications as below may also be downloaded from the website www.tripura.cov.in or https://khowai.nic.in/ or may be obtained from the Office of the undersigned on any working days during the bidding period. The intending bidder shall quote rates as per the following format:

SL NO.	Items	Manufacturer/ Model No	Specification	Unit	Qnty Required	Rate (in Rs.) Per Unit	Total Amount (in Rs.)
1	Dome Camera	CP Plus	2.4 MP	No.	2		
2	Bullet Camera	CP Plus	2.4 MP	No.	8		
3	DVR	CP Plus	16 Channel	No.	1		
4	SMPS	CP Plus	20 amp	No.	1		
5	3+1 Copper CCTV Camera Cable	CP Plus	Coil of 90 meter (9.5 mm dia)	Coil	3		
6	Hard Disk (HDD)	Seagate	2TB SATA 7.2k 6Gbps (3.5 inch) HDD	No.	1		
7	All kinds of accessories like 8 mm cable clips, BNC (W Box Honey well), DC (W Box Honey well), Insulation tape etc required for installation	Standard type/ W.Box	As per requirement	NA	As per requirement		
8	Installation Charge	NA	NA	NA	As per requirement		
9	Supply and installation of Biometric time & attendance (Fingerprint, ID, Password, Face) device	CP Plus (Model No- CP-VTA-M3343)	Finger print capacity-3000, Card Capacity-200000, DC-12V	No.	1		

The tender box under lock & key will be kept open for dropping of tender by the intending bidder in the office of the undersigned from 01-11-2021 to 07-11-2021 from 10:00 am to 3:00 pm except Govt. holidays and the box will be opened on the last day i.e 07-11-2021 at 4:00 pm, if possible in presence of the interested suppliers who have participated in the quotation. If the last date of tender dropping/ opening of tender Is paralyzed due to any unforeseen reason, the next working day will be the last date of dropping/ opening of tender box.
The quality of articles should be in good condition. The intending bidder should quote the rate in prescribed format given above along with copy of CRC/PRTC, PAN Card, GST Registration, tax clearance as evidence of valid bidder and permanent resident of Tripura. Any summarily be rejected.

Sd/- Illegible
Block Development Officer
Teliamura RD Block
Khowai District : Tripura

ICA-C-2561/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনের জন্য বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। ছবি নিজস্ব।

আমবাসা পুর পরিষদ এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার বিজেপি প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। আমবাসা পুর পরিষদ দখলের লক্ষ্যে বিজেপি প্রার্থীরা দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারে সামিল হয়েছেন। আমবাসা পুর পরিষদের মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর থেকেই বিজেপি প্রার্থীরা কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় ভোট প্রচারে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর আমবাসা পুর পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ডের বিজেপির প্রার্থী গোপাল সূত্রধর এবার জনসম্পর্ক অভিযানে নামল নিজ ওয়ার্ডে। বাড়ি বাড়ি জন সম্পর্ক অভিযান ও ভোট প্রচারে যান প্রার্থী গোপাল সূত্রধর। ১১ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী তথা ধলাই জেলার বিজেপির বলিষ্ঠ নেতা উত্তম অধিকারী রবিবার সকালে ভোট প্রচারে নামেন এবং ওয়ার্ড চষে বেড়ান তিনি। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলি একপ্রকার ঘরে বসে পড়েছে। মনোনয়নপত্র জমা দিলেও প্রচারে নেই বিরোধীদল গুলির।

জনসম্পর্ক অভিযানে এলাকাবাসী থেকে ব্যাপক সমর্থন পায় ৪ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী গোপাল সূত্রধর। এক সাক্ষাৎকারে বিজেপি ধলাই জেলা কমিটির সহ সভাপতি চন্দন ভৌমিক এ দিন জানান ৪ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী গোপাল সূত্রধরের জনপ্রিয়তা নিজের এলাকায় ব্যাপক। ৪নং ওয়ার্ড এ বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে জানান তিনি। উনি আরো বলেন উনাদের লক্ষ পুরবাসী তথা প্রত্যেকটি ওয়ার্ড এর জনগণের কাছে সঠিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।

ভারতে ওঠা-নামা করছে করোনা সংক্রমণ, ৩১১ বেড়ে মৃত্যু ৪.৫৯-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, দেশে এই মুহূর্তে ওঠা-নামা করছে কোভিডের প্রকোপ। মৃত্যুর সংখ্যা চিন্তা বাড়িয়ে ৩০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৯০৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩১১ জনের। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৪, ১৫৯ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.২২ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১,৫১,২০৯ জন (২৫২ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন), বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,৫৬৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১১,৯০৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ ০৮ হাজার ১৪০ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪৪ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৪১ লক্ষ ১৬ হাজার ২৩০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,০৭, ২৯,৬৬,৩১৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩১১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৯,১৯১ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের অনেকটাই বেড়েছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৪,১৫৯ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৬,৯৭,৭৪০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.২২ শতাংশ।

গুরুগ্রামের ৮ জায়গায় শুক্রবার নামাজের অনুমতি বাতিল করল প্রশাসন

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স) : গুরুগ্রামে বেশ কিছু জায়গায় শুক্রবারের নামাজ পড়ার অনুমতি প্রত্যাহার করে নিল গুরুগ্রাম প্রশাসন।

২০১৮ সালে এলাকায় মোট ৩৭টি জায়গায় শুক্রবার নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছিল প্রশাসন। তার মধ্যে ৮ জায়গা থেকে সেই অনুমতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের আপত্তি।

ওই ৮ জায়গার মধ্য রয়েছে সেক্টর ৪৯ এর বাঙালি বস্তি, ডিএলএফ-৩ এর ব্লক ৫, সুরাট নগর ফেজ ১, খেরকি মাজরা গ্রাম, দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ের দৌলতাবাদ, সেক্টর ৬৮ এর রামপুর গ্রাম ও নাখরোলা রোড। প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, যে কোনও খোলা বা ঘেরা জায়গায় নামাজ পড়তে গেলে প্রশাসনের অনুমতি লাগবে। তবে যে কোনও মসজিদ, ইদগাহ ও ব্যক্তিগত জমিতে নামাজ পড়া যাবে। সরকারি জমিতে নয়। এলাকার মানুষজন এরকম বহু জায়গায় নামাজ পড়ার ব্যাপারে আপত্তি করেছে। সেইসব জায়গাতেও নামাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গুরুগ্রামের ডিসির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটিই ঠিক করবে নামাজ পড়ার জন্য কোন কোন জায়গা চিহ্নিত করা হবে। এলাকার মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার বিচার করে দেখবে ওই কমিটি। দেখা হবে, সর্বসাধারণের কোনও জায়গা, রাস্তায় যেন নামাজ পড়া না হয়।

বিলোনিয়ায় ডিওয়াইএফআই'র প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ নভেম্বর।। বুধবার সকালে বিলোনিয়া ছাত্র যুব ভবনের সামনে ডিওয়াইএফ ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়।পতাকা উত্তোলন করেভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের বিলোনীয়া বিভাগীয় সভাপতি রিপু সাহা। ৪২ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন সংগঠনের সম্পাদক মধুসূদন দত্ত। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের অঞ্চল নেতৃত্ব সহ অন্যান্যরা।

পঞ্জাব কংগ্রেসকে বাঁচাতে ময়দানে পিকে, বড় ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

চণ্ডীগড়, ৩ নভেম্বর (হি.স) : তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোর (পিকে) গত কয়েকদিন ধরেই বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছিলেন। এদিন জানা গিয়েছে, পঞ্জাব কংগ্রেস পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করতে পারে প্রশান্ত কিশোরকে। জলন্ধরের দুয়ারে যখন ভোট তখন সে ব্যাপারে বড় ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন পঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিত সিং। সূত্রের খবর, নির্বাচনের আগে দলের পরামর্শদাতা হিসেবে ফিরিয়ে আনা হোক প্রশান্ত কিশোরকে। এদিন সে ব্যাপারে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে, জবাবে তিনি বলেন, ''আমরা ভাবনাচিন্তা করছি। চূড়ান্ত হলে জানিয়ে দেব।'' পঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর এই জবাবে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, এই প্রশ্নে দল আলোচনা চালাচ্ছে। তবে প্রশান্ত কিশোর নিজে এ নিয়ে বুধবার বিকেল পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি। ২০১৭-র ভোটে পঞ্জাবে কংগ্রেসের পরামর্শদাতা ছিলেন পিকে। তাঁর বুদ্ধি নিয়ে আকালি দল ও বিজেপি জোটকে পরাস্ত করে ক্ষমতায় ফিরেছিল কংগ্রেস। সেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ভোটে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং। তারপর অবশ্য পিকের সঙ্গে আর চুক্তি বাড়ায়নি পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস। কিন্তু গত মার্চে পাঞ্জাবের ততকালীন মুখ্যমন্ত্রী অমরেন্দ্রর মুখ্য পরামর্শদাতা হিসেবে ফের নিয়োগ করা হয় প্রশান্ত কিশোরকে। যদিও ''সাময়িক বিরতির'' জন্য গত আগস্টে ওই কাজ থেকে ইস্তফা দেন এই ভোট স্ট্র্যাটেজিস্ট। এরমধ্যে পঞ্জাব কংগ্রেসে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। এক দিকে সিধুর বিদ্রোহ অন্য দিকে বিরোধীদের চাপ -সব দিক বিবেচনা করে ক্যাপ্টেনকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেয় কংগ্রেস।

আসন্ন পৌরপরিষদ নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ নভেম্বর।। আসন্ন পৌর পরিষদ নির্বাচনে ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির কিছু সংখ্যক নেতৃত্বদের কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধহয়ে পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি সমর্থীত কর্মীরা। রাজ্যে বিজেপিসরকার গঠনের পর থেকে কিছু সংখ্যক নেতৃত্বদের উদ্দ্যেগে শুরু হয় লুটের রাজত্ব এমনটাই অভিযোগ। বিগতদিনে পৌর পরিষদের চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত ছিলো বিশ্বজিৎ দাস। বিশ্বজিৎ দাস চেয়ারম্যান থাকাকালিন দুইজন নেতৃত্ব পৌর এলাকার উন্নয়মূলক কাজের টাকা নয় ছয় করতে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতয়েছিলো বলে অভিযোগ। তাই আসন্ন পৌর পরিষদ নির্বাচনে এই দুই ব্যাক্তিমিলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর অর্থ নয় ছয় করারজন্য নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রার্থী তালিকা ঘোযনা করে বলে অভিযোগ। প্রার্থী তালিকা ঘোষনার পর ক্ষুভে ফেটেযায় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। অবশেষে বিজেপির দক্ষিন জেলার তপশিলী জাতি মোর্চার সভাপতি তথা প্রাক্তন পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, ৩৬ শান্তির বাজারের বিজেপির মন্ডলের জেনারেল সেক্রটারী বিশ্বজিৎ মজুমদার ও ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডলের তপশিলী জাতি মোর্চার সভাপতি পার্থ পাটারীর যৌথ উদ্দ্যোগে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লাড়াইকরার জন্য মাঠে নামে। বিজেপির বিক্ষুব্ধ কর্মীদের উদ্দ্যোগে বুধবার শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের নিকট নোমিনেশন দাখিল করেন। বিক্ষুব্ধ বিজেপি সমর্থীত কর্মীদের মূল লক্ষ্য দুইজন নেতৃত্বকে ভোটে হারানো। এই লক্ষ্যরেখে শান্তির বাজার পৌর পরিষদের ১৬ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬ টি ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী তালিকা ঘোযনা করেন বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা। এরমধ্যে ১৪ নং ওয়ার্ডে বিজেপির দক্ষিণ জেলার কিষান মোর্চার সভাপতি সত্য সাহার প্রতিদন্দিতা করতে যাচ্ছে ৩৬ শান্তির বাজার বিজের মন্ডলের জেনারেল সেক্রেটারী বিশ্বজিৎ মজুমদার অপরদিকে ৯ নং ওয়ার্ডে মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথের বিরুদ্ধে প্রতিদন্দিতা করতে যাচ্ছে মন্ডলের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে ১০৭-কোটির ঊর্ধে টিকাকরণ ২৪ ঘন্টায় ১০.৬৮-লক্ষাধিক নমুনা টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ১০৭.২৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৪১ লক্ষ ১৬ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,০৭,২৯,৬৬, ৩১৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৪১ লক্ষ ১৬ হাজার ২৩০ জনকে।

ভারতে ৬১.১২-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ নভেম্বর সারা দিনে ভারতে ১০, ৬৮,৫১৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬১,১২, ৭৮,৮৫৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১০,৬৮,৫১৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৯০৩ জন।

অযোধ্যার দীপোৎসবে এবার ১২ লক্ষ প্রদীপে সাজবে, খরচ হবে ৩৬ লক্ষ লিটার তেল

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স) : প্রদীপের নানা সাজে এবার সেজে উঠবে অযোধ্যা। আগামী ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ৯ লক্ষ প্রদীপের আলোয় মাতোয়ারা হতে চলেছে অযোধ্যা। যেটা হলে বিশ্বরেকর্ড হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে রাম জন্মভূমির অযোধ্যা মেতেছে আলোর উতসবে। অযোধ্যার সাকেত কলেজ থেকে রাম কথা পার্কে চলছে মিছিল। তিনি উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় এসেই শুরু করেছিলেন দীপোৎসব। অযোধ্যায় রাম কি পৌরি ঘাটে সেবার জ্বালানো হয়েছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার প্রদীপ। পরের বছর রাজ্যে ভোট। সরকারিভাবে এটাই যোগী আদিত্যনাথের প্রথম দফার সরকারের শেষ বছর। এই বছরটায় একটু বিশেষভাবে দীপাবলি পালন করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তাই অযোধ্যায় জ্বালানো হবে ১২ লক্ষ প্রদীপ। খরচ হবে ৩৬ লক্ষ লিটার তেল।

পৌরাণিকভাবে কথিত আছে, ১৪ বছর বনবাসের শেষে রাবণ বধ করে কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিনেই অযোধ্যায় ফিরেছিলেন রামচন্দ্র। তাঁকে স্বাগত জানাতে ঘরে ঘরে দ্বীপ জ্বালিয়েছিলেন অযোধ্যাবাসী। সেই দীপাবলির সূচনা। ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় এসেই রাম কি পৌরি ঘাটে দীপোৎসবের সূচনা করেন যোগী আদিত্যনাথ। সে বছর লক্ষাধিক প্রদীপ জ্বলেছিল। ২০১৮ সালে ৩ লক্ষ ০১ হাজার ১৫২টি, ২০১৯ সালে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার প্রদীপ জ্বালানো হয়। ২০২০ সালে সংখ্যাটা আরও বেড়ে যায়। ৫ লক্ষ ৫১ হাজার প্রদীপ জ্বালানো হয়। এবার অযোধ্যায় রাম কি পৌরিতে ন' লক্ষ প্রদীপ জ্বালানো হবে। বাকি অযোধ্যায় জ্বলবে তিন লক্ষ প্রদীপ। গণনা করবে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডস—এর দল।

বুধবার সারা দিনই রাম জন্মভূমিতে থাকছে কর্মসূচি। সকাল ১০টায় রামের শোভাযাত্রা বের করা হবে। এটি সাকেত কলেজ থেকে শুরু হয়ে রামকথা পার্কে পৌঁছবে। উপস্থিত থাকছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাজ্যপাল আনন্দীবেন। দীপোৎসবে ৪৫ জন স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন। তা ছাড়াও রাম মনোহর লোহিয়া, আওধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৫টি কলেজের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেব যোগ দেবেন। এই সংখ্যাটা প্রায় ১২ হাজার। যদিও এই দুর্মূল্যের বাজারে এত পরিমাণ তেল খরচ নিয়ে ইতিমধ্যেই উঠছে প্রশ্ন।

বিলোনীয়ায় মুরগীর বাচ্চা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ নভেম্বর।। বুধবার দুপুরে বিলোনিয়ার ভারতচন্দ্র ব্লকের সুকান্তনগর পঞ্চায়েতের একমাত্র ব্রুডার হাউসের সামনে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্লকের অধীনে মোট পাঁচটি পঞ্চায়েত এর ১৬৫ জনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ১০ টি করে পোল্টির মুরগীর বাচ্চা। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার কল্যাণ আওতায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে তৈরি কোভ্যাক্সিনকে ছাড়পত্র দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

নয়াদিল্লি, ৩ নভেম্বর (হি.স) : কোভ্যাক্সিনকে এত দিন মানতে চাইছিল না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু। অবশেষে তা মেনে নিল। নিজেদের এমার্জেন্সি ইউস লিস্টিং (ইইউএল)—এ স্থান দিল ভারতে তৈরি কোভ্যাক্সিন টিকাকে। এর ফলে যেসব ভারতীয় কোভ্যাক্সিন নিয়েছেন, তাঁদের বিদেশে গিয়ে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে না। বাধার সম্মুখীনও হতে হবে না। অনায়াসেই সফর, চাকরি করতে বা পড়তে যেতে পারবেন বিদেশে। চলতি বছর এপ্রিলে প্রথমবার হু---র ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন করেছিল ভারত বায়োটেক। এর পর জুলাইতে টিকা এবং তার ট্রায়াল সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা করে সংস্থা। টিকার সুরক্ষা, কার্যকারিতা, স্থায়ীত্ব নিয়েও যাবতীয় তথ্য দেওয়া হয়েছিল। এর পরেও ছাড়পত্র দেয়নি হু। তাতেই চাপে পড়ে যান কোভ্যাক্সিন নেওয়া বহু ভারতীয়।

যদিও ভারতীয়দের স্বস্তি দিয়ে কোভ্যাক্সিনকে মান্যতা দেয় অস্ট্রেলিয়া। জানিয়ে দেয়, এই টিকা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া গেলে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে না। এর পর জি---২০ সম্মেলনে গিয়েও কোভ্যাক্সিনের হয়ে জোর সওয়াল করেন মোদি। বলেন, এই টিকাকে স্বীকৃতি দিলে বাকি বহু দেশকে তা সরবরাহ করতে পারবে ভারত। এর পরেই এল স্বীকৃতি। সূত্রের খবর, কোভ্যাক্সিন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণের পরে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহার করার ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়ে নীতিগত ভাবে সম্মত হন বিশেষজ্ঞেরা। কিন্তু আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি যাচাই না করা পর্যন্ত কোভ্যাক্সিনকে ছাড়পত্র না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ওই বৈঠকে। হু—র মুখপাত্র মার্গারেট হ্যারিস জানিয়েছিলেন, কমিটি ভারত বায়োটেকের রিপোর্টে সন্তুষ্ট হলে তাঁদের ছাড় পত্র দিতে আপত্তি নেই। পরের ২৪ ঘণ্টাতেই পাওয়া যাবে ছাড়পত্র। এবার তাই হল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।